NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে সোনার বাংলার কামনা নীতিন নবীনের

উন্নয়ন কোথায়? মমতাকে তীব্র আক্রমণ ওয়েইসির ৩

কলকাতা ২৬ মার্চ ২০২৬ ১১ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ২৮৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 26.03.2026, Vol.19, Issue No. 283, 8 Pages, Price 3.00

মোদীর মুখে কালীর নাম

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: রামনবমীর সপ্তমীতে মা কালীর 'শরণাপন্ন' হলেন মোদী। শ্যামাসঙ্গীত নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন প্রধানমন্ত্রী। 'কালী কালী বল রসনা' গান পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'মাতৃদেবীর আরাধনা ভক্তদের মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে। তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা সকলকে নবশক্তিতে পূর্ণ করে।'

বুধবার নবরাত্রির সপ্তমী। এদিন নবম মহাবিদ্যার সপ্তমদেবী মা কালরাত্রি পূজিত হন। এদিন দু'টি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম পোস্টে তিনি মা কালরাত্রির রূপের বর্ণনার একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, 'মা কালরাত্রিকে প্রণাম! তাঁর আশীর্বাদ সকলের জীবনে সাহস নিয়ে আসুক। সংকল্প ও সাফল্যে পথ সমৃদ্ধ করুক।' তারপরই কালী কালী বল রসনা' শ্যামাসঙ্গীত পোস্ট করেন তিনি।

পানিহাটিতে বিজেপি প্রার্থী অভয়ার মা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অনুমোদনে ঘোষিত এই তালিকায় মোট ১৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম রয়েছে, যেখানে অভিজ্ঞ মুখের পাশাপাশি নতুন প্রার্থীকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৯ জনের ওই তালিকায় পানিহাটি কেন্দ্রে রয়েছে বিশেষ চমক। সেখানে প্রার্থী অভয়ার মা। আরজি কর আবেগকেই অস্ত্র করে এই আসনে গেরুয়া শিবির জয় নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

-বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

'কাল বলবে এনআরসি'

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে উত্তরবঙ্গের ডাবগ্রাম, ফুলবাড়ি থেকে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে একসঙ্গে নিশানা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি অভিযোগ করেন, 'এরা পারে না এমন কাজ নেই।'

বুধবারের সভা থেকে মমতার অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে বিভ্রাটের জেরে বহু ভোটারের নাম 'অ্যাডজুডিকেশন লিস্ট'-এ চলে গিয়েছিল। পরে তা ঠিক করা হলেও এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। নিজের নামও সেই তালিকায় দেখা গিয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। 'তারপর বলছে টেকনিক্যাল গ্লিচ', কটাক্ষ তৃণমূল নেত্রীর।

এদিন কেন্দ্র ও বিজেপিকেও আক্রমণ শানিয়ে মমতা বলেন, রাজ্যের একাধিক শীর্ষ আধিকারিককে বদলি করে দেওয়া হয়েছে এবং বিজেপি ঘনিষ্ঠ অফিসারদের আনা হয়েছে। তাঁর মন্তব্য, 'আমাকে জব করার জন্যই এসব করা হচ্ছে। কিন্তু আহত বাঘ আরও ভয়ঙ্কর'। একই সঙ্গে 'বাংলা দখল করে দিল্লি দখল'-এর ডাকও দেন তিনি।

এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিজেপি-নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও নির্বাচন কমিশন আনুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে।' পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে এনআরসি চাপিয়ে দিয়ে নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ারও চেষ্টা চালানো হতে পারে বলে সতর্ক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭৭-এর নীচে নয় পদ্ম-আসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে রাজনৈতিক লড়াই যত তীব্র হচ্ছে, ততই আগাম ফলাফলের হিসাব কষতে শুরু করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে এক জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট সুরে জানিয়ে দিলেন, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপির আসনসংখ্যা ১৭৭-এর নিচে নামবে না, এই দাবি নিয়েই কার্যত লড়াইয়ের বার্তা দিলেন তিনি।

সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এবারের ভোটে বিজেপি ১৭৭-এর কমে থামবে না।' তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। একইসঙ্গে শাসকদলকে কটাক্ষ করে তিনি ইঙ্গিত দেন, ফলাফলে বড় ধাক্কা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

দাবি শুভেন্দুর

শুধু আসনসংখ্যা নয়, ভোটার তালিকা নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। তাঁর কথায়, 'এখনও পর্যন্ত ৭৯ লক্ষ নাম বাদ গেছে, আরও কত বাদ যাবে সেটা সময়ই বলবে।'

এই মন্তব্যের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন তুলতে শোনা যায় তাঁকে। ভোটের আগে এমন আত্মবিশ্বাসী পূর্বাভাস রাজনৈতিক বার্তাবাহক হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা। তবে বাস্তব ফলাফল কী দাঁড়ায়, তার উত্তর মিলবে ভোটগণনার দিনেই, এই নিয়েই এখন জোর চর্চা রাজ্যজুড়ে।

কঠোর কমিশন, সরল ৭ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে কড়া অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। আচরণবিধি বলবৎ থাকা অবস্থায় আমন্ত্রণ গ্রহণের অভিযোগে সাত জন জওয়ানকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসতেই দ্রুত তদন্ত শুরু হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট এলাকায় আয়োজিত এক ইফতার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অভিযোগ ওঠে ওই জওয়ানদের বিরুদ্ধে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট বার্তা, 'কোনও পরিস্থিতিতেই দায়িত্বে থাকা বাহিনী ব্যক্তিগত নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারে না।' সতর্কবার্তার পরেও নির্দেশ অমান্য করায় শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় তিন জওয়ানকে সাত দিনের জন্য প্যারা-মিলিটারি হেপাজতে রাখা হয়েছে, দু'জনকে কড়া সতর্ক করা হয়েছে। বাকিদের ক্ষেত্রেও বিভাগীয় তদন্ত চলছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহারের অভিযোগ নিয়েও নতুন বিতর্ক দানা বেঁধেছে। বিরোধীদের দাবি, জওয়ানদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে। যদিও পাল্টা জবাবে সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, 'সৈনিকরা পদ্মফুল তুলবে না তো কী তুলবে।' সব মিলিয়ে, ভোটের আগে নিরাপত্তা বাহিনীকে ঘিরে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কমিশনের এই কঠোর পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বাতিল ৪০% বিবেচনাধীন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়ায় 'অ্যাডজুডিকেশন' (বিবেচনাধীন) তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩২ লক্ষের তথ্য নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। ওই ৩২ লক্ষের মধ্যে বাদ গিয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ ভোটার। বুধবার এমনই তথ্য দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা। তার আগে খসড়া তালিকাতেই ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল। চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৫ লক্ষের বেশি নাম বাদ যায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। সেই তালিকায় কতজনের নাম আছে, কতজনের নাম নতুন করে বাদ পড়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয় জল্পনা।

বুধবার সন্ধ্যায় কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ১০ লক্ষ নাম রয়েছে। আরও জানা গিয়েছে যে, ৩২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তার মধ্যে ৪০ শতাংশ বাদ পড়েছে। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ নাম নতুন করে বাদ পড়েছে। হিসেব বলছে সব মিলিয়ে ৭৬ লক্ষ নাম বাদ পড়ল এখনও পর্যন্ত। তবে প্রথম সাপ্লি তালিকার ১০ লক্ষ নামের মধ্যে কতজনের নাম ডিলিশন লিস্টে আছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

'বিবেচনাধীন' ভোটার নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক তরজা অব্যাহত। বুধবারও মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে কমিশনকে নিশানাও করেন। পাশাপাশি, মঙ্গলবার মধ্যরাতে কমিশনের ওয়েবসাইটে সমস্ত ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' দেখানো নিয়ে খোঁচা দেন। এই বিতর্কের মাঝে বুধবার বিবেচনাধীন ভোটারদের নিয়ে তথ্য দিয়েছে কমিশন।

তারা জানিয়েছে, নিষ্পত্তি হওয়া ভোটারদের নাম কমিশনের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। আগামী শুক্রবার থেকে দিন প্রতি তথ্য নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

ভোটকর্মীদের ভাতাবৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করল নির্বাচন কমিশন। প্রিসাইডিং অফিসার থেকে শুরু করে পোলিং কর্মী, মাইক্রো অবজার্ভার-প্রায় সব স্তরেই ভাতা বাড়ানো হয়েছে, পাশাপাশি নজরকাড়া বৃদ্ধি হয়েছে দৈনিক টিফিন বরাদ্দে।

নতুন ব্যবস্থায় প্রিসাইডিং অফিসারদের দৈনিক ভাতা ৩৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। পোলিং অফিসারদের ক্ষেত্রে ২৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০০ টাকা। কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্টদের ভাতা ২৫০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের জন্য ২০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভিডিও নজরদারি, কন্ট্রোল রুম, অ্যাকাউন্টিং-সহ বিভিন্ন দলে কর্মরতদের এককালীন ভাতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয়েছে। ক্লাস ১ ও ২ কর্মীদের ক্ষেত্রে ১২০০ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা, ক্লাস ৩ কর্মীদের জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। মাইক্রো অবজার্ভারদের ভাতা দ্বিগুণ করে ২০০০ টাকা করা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে খাবার খরচে। কমিশনের নির্দেশ, 'ভোটের কাজে যুক্ত প্রত্যেকের জন্য টিফিন বরাদ্দ ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে।' এছাড়া কেন্দ্রীয় বাহিনীর অফিসারদের সাম্মানিকও বাড়ানো হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়সীমা অনুযায়ী ২৫০০ থেকে ৪০০০ টাকা এবং ২০০০ থেকে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের মতে, দীর্ঘক্ষণ দায়িত্ব পালনকারী কর্মীদের উৎসাহ ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত।

পরিস্থিতি স্থিতিশীল, সর্বদলে বলল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: ভারতের জ্বালানি পরিস্থিতি স্থিতিশীল। যুদ্ধের আবহে হরমুজ ডিঙিয়ে ভারত অভিমুখে রওনা দিয়েছে একাধিক গ্যাস ও তেলবাহী জাহাজ। বুধবার এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের সর্বদলীয় বৈঠকে এমনটাই নিশ্চিত করল কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান, বৈঠকে সব দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, সংকটের সময়ে সবরকম ভাবে সরকারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে। ইরান, ইজরায়েল ও আমেরিকার চলমান সংঘাত, ভারতের উপর তার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সমস্ত দলের প্রতিনিধিরাই। যুদ্ধবিধ্বস্ত হরমুজ প্রণালী দিয়ে এলপিজি আসা নিয়ে বিরোধী দলগুলির উদ্বেগের জবাবে সরকার বলেছে, সবকিছু নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আগামী ৪-৫ দিনের মধ্যে চারটি জাহাজ ভারতের বন্দরে ভিড়বে বলেই আশা করা হচ্ছে। সরকার জোর দিয়ে বলেছে, কোনও ঘাটতি নেই। পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। বিরোধীরা কূটনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললে সরকারের তরফে দাবি করা হয়, 'ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ' রয়েছে। 'উদ্বেগের কিছু নেই' এবং আতঙ্কিত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে যে কোনও সময় বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনায় আগ্রহী কেন্দ্রীয় সরকার।

কিরেণ রিজিজু বলেন, 'বিরোধী দলের সব নেতারা বলেছেন যে এই সংকটকালে সরকারপরিস্থিতি অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তই নিক, যে পদক্ষেপই গ্রহণ করুক, সকলেই ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করবেন।' সরকারের তরফে যুদ্ধ পরিস্থিতি, ভারতের অবস্থান, জ্বালানি পরিস্থিতি তথ্য-সহ বিস্তারিত জানানো হয় বিরোধী দলের নেতাদের। সূত্রের খবর, বৈঠকে সরকার পক্ষ জানিয়েছে, জ্বালানি পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। দেশের জ্বালানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার ইতিমধ্যেই জ্বালানি আমদানির জন্য অগ্রিম বুকিং করছে। এর জন্য একাধিক দেশের সঙ্গে আলোচনা চালানো হচ্ছে।

পিএনজি না-নিলে তিন মাসে বন্ধ এলপিজি

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নলবাহিত (পাইপলাইন গ্যাস বা পিএনজি) রান্নার গ্যাস না-নিলে তিন মাসের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট বাড়ির এলপিজি জোগান! নতুন নির্দেশিকায় এমনটাই জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে ভারতে রান্নার গ্যাসের জোগান নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্যাস মিলছে না। এই পরিস্থিতিতে রান্নার কাজে নলবাহিত গ্যাস বা পিএনজি ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে কেন্দ্র।

পিএনজি-র জোগান সর্বত্র চালু করা এখনও সম্ভব নয়। কোথাও কোথাও প্রযুক্তিগত কারণে বাধা রয়েছে। কেন্দ্রের নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে সমস্ত গৃহস্থালিতে পিএনজি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, সেখানে এলপিজি-র পরিবর্তে তা ব্যবহার করতে হবে। যাঁরা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করবেন না, তাঁদের

এলপিজি-র সংযোগ তিন মাসের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হবে। পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের বিশেষ সচিব সুজাতা শর্মা একাধিক বার অনুরোধ করেছেন পিএনজি-র গ্রাহক হওয়ার জন্য। কিন্তু দেশের বিস্তীর্ণ অংশেই এলপিজি ব্যবহার করা হয়। পিএনজি এখনও সে ভাবে প্রচলিত নয়। তার জন্য এ বার কড়া হচ্ছে কেন্দ্র। পিএনজি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

দেশের মোট চাহিদার ৬০ শতাংশ এলপিজি বাইরে থেকে আমদানি করে কেন্দ্র। তবে পিএনজি পরিষেবায় আমদানির চিন্তা নেই। কারণ নলবাহিত এই গ্যাস দেশেই উৎপন্ন হয়। অনেক উৎস থেকে তা পাওয়া যায়। একে এলপিজি-র সুবিধাজনক বিকল্প বলে দাবি করছে সরকার। সংকটের সময়ে এই পরিষেবা ব্যবহার করলে হেঁশেলে টান পড়ার সম্ভাবনাও কম। রান্নাঘরে পিএনজি-র জোগান অবাধ। যখন প্রয়োজন, তখনই নলবাহিত গ্যাস মিলবে। বার বার বুকিং করারও প্রয়োজন নেই।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক থেকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের অধীনে 'প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্য বিতরণ নির্দেশিকা, ২০২৬' জারি করা হয়েছে মঙ্গলবার, ২৪ মার্চ। এর লক্ষ্য দেশে পিএনজি পরিকাঠামোকে ত্বরান্বিত করা, পিএনজি-র অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং এলপিজি থেকে পিএনজি-তে রূপান্তরের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করা। দেশের যে সমস্ত অংশে পিএনজি পরিষেবা প্রযুক্তিগত কারণে সম্ভব নয়, সেখানে এলপিজি-র জোগান সীমাবদ্ধ রেখে বাকি অংশে পিএনজি চালু করতে চায় সরকার। এ বিষয়ে তৈল সচিব নীরজ মিত্তলের মতে পিএনজি-উদ্যোগের মাধ্যমে 'সংকটকে সুযোগে পরিণত করে দিয়েছে' সরকার।

ইরানের দরবারে আমেরিকার শান্তি-দূত পাকিস্তান!

তেহরান, ২৫ মার্চ: আমেরিকার প্রস্তাব ইরানের কাছে পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তানই। সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের কাছে ইরানের এক শীর্ষ আধিকারিক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ইরান যে আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনায় বসতে চাইছে, তার সরকারি কোনও নিশ্চয়তা বা ঘোষণা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। বরং সরকারি ভাবে তেহরান একাধিক বার এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকার সঙ্গে ইরানের প্রতিনিধিরা যদি আলোচনায় বসেন, তবে সেই বৈঠকের স্থান হিসাবে পাকিস্তান ছাড়াও একটি বিকল্প খোলা রেখেছে তেহরান।

পাকিস্তান ঠিক কী ধরনের প্রস্তাব ইরানে পাঠিয়েছে, তা স্পষ্ট করেননি ওই শীর্ষ আধিকারিক। ট্রাম্প যুদ্ধ থামানোর পূর্বশর্ত হিসাবে ইরানকে যে ১৫ দফা প্রস্তাব দিয়েছেন, তা-ই পাকিস্তানের তরফে পাঠানো হয়েছে কি না, জানা যায়নি। তবে ওই আধিকারিক জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান অথবা তুরস্কে শান্তি-আলোচনায় বসতে পারেন তাঁরা।

রয়টার্সকে ওই ইরানি আধিকারিক জানিয়েছেন, শান্তির আলোচনা হতে পারে তুরস্কেও। তারাও ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা চালাচ্ছে। একাধিক বার এ নিয়ে তুরস্কের আধিকারিকেরা তেহরানের সঙ্গে

যোগাযোগ করেছেন। বুধবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ যুযুধান দু'পক্ষকে মুখোমুখি বসানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। জানান, পাকিস্তানের মাটিতে ইরান ও আমেরিকার মধ্যে শান্তি-আলোচনা আয়োজন করতে চান তিনি। ট্রাম্প সেই পোস্টটিকেই ফের পোস্ট করেন। অনেকের মতে, এ ভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানের প্রস্তাবে আপাত ভাবে তাঁর সায় রয়েছে। তবে এই ঘটনাপ্রবাহের পর ইরানের দিক থেকে আরও একটি নাম উঠে এল। যুদ্ধ থামানোর চেষ্টায় তুরস্কের ভূমিকাকে অবহেলা করতে রাজি নয় তেহরান।

তুরস্কের শাসকদলের শীর্ষ নেতা হারুন আর্মাগান রয়টার্সকে জানিয়েছেন, ইরান এবং আমেরিকার মধ্যে বার্তা চালাচালিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছেন তাঁরা। আলোচনা চলছে। তবে তেহরান সরাসরি এখনও এ কথা স্বীকার করেনি। তারা যে সমঝোতা বা মধ্যস্থতায় আগ্রহী, তা-ই মেনে নেওয়া হয়নি। বরং ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছেন ইরানের নেতারা। ইরানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বেঘায়েই জানিয়েছেন, আমেরিকার কূটনীতির উপর ভরসা করা যায় না। আপাতত ইরানের সেনাবাহিনী দেশরক্ষার কাজে ব্যস্ত। ইরান এবং আমেরিকার এই সমঝোতার আলোচনা নিয়ে ইজরায়েল কী ভাবছে, তা-ও এখনও স্পষ্ট নয়। সূত্রের দাবি, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নিরাপত্তা পরিষদকে আমেরিকার প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, **Asit Kumar Biswas** S/O Arun Kumar Biswas and my daughter name is Arpita Biswas residing at Vill.-Shonghata, P.O-Durgapur, P.S.-Krishnaga-nj, Dist.-Nadia, W.B., Pin-741506 do hereby declare that in my Aadhaar Card and Voter Card my actual & correct name recorded **"Asit Kumar Biswas"** but in my daughter's Admit Card my name wrongly recorded as **"Asit Biswas"** in place of my Actual & Correct name **"Asit Kumar Biswas"**. **"Asit Kumar Biswas"** and **"Asit Biswas"** is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Executive Magistrate Krishnanagar, Nadia, dt. On 19.03.2026.

নাম পরিবর্তন

আমি **নাতাশা বিশ্বাস**, পিতা- মৃত পরিতোষ দাস, ঠিকানা- গ্রাম ও পোঃ- মসলন্দপুর, থানা- হাবড়া, নতুন গোবরডাঙ্গা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩২৮৯, আমার স্কুল সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, দলিল, পরচা তে আমার পিতার নাম পরিতোষ দাস আছে, যেটা আসল নাম। কিন্তু ভুলবশত আমার পিতার স্কুল সার্টিফিকেটে তাঁর নাম পরিতোষ চন্দ্র দাস নথিভুক্ত হয়ে আছে। গত ২৪.০৩.২০২৬ তারিখে বারাসাত কোর্টের ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট ক্র. নং ৭১০০ বলে আমার পিতা **পরিতোষ দাস** এবং **পরিতোষ চন্দ্র দাস** একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল।

নাম -পদবী

গত 19/03/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 5720 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjay Kumar Shaw S/o. Basant Shaw ও Sanjay Kr Saha S/o. B. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 23/03/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 5856 নং এফিডেভিট বলে আমি Rajendra Agarwal S/o. Malaji Prasad Agarwal ও Rajendra Kr. Agarwal S/o. M. P. Agarwal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৬ শে মার্চ, ১১ ই চৈত্র। বৃহস্পতিবার। অশোক অষ্টমী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে এক পাদ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দুর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(শ্রী শ্রী বাসন্তী নবরাত্রি অষ্টমী বিহীত পুজা । ব্রম্ভপুত্র স্নান । রানী রাসমণি কন্যা জগদম্বা র শ্রী শ্রী মাতা রাজ রাজেশ্বরী পুজা তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী

গত 09/03/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 7239 নং এফিডেভিট বলে আমি Shekh Abdul Samirul & Abdul Samirul, আমার পিতা Shekh Abdul Hamid & Abdul Hamid ও আমার মাতা Serina Bibi & Serina Begam, সাকিম কামালপুর, খামারগাছি, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫১৫, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/03/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 5718 নং এফিডেভিট বলে আমি Ranajit Hazra S/o. Ramchandra Hazra ও Ranjit Hazra S/o. R. C. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 24/03/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে 62 নং এফিডেভিট বলে আমি Anup Kumar Modak S/o. Krishna Chandra Modak ও Anup Kr. Modak S/o. K. Ch. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 19/03/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 5714 নং এফিডেভিট বলে আমি Goutam Paul S/o. Nitya Gopal Paul ও Goutam Pal S/o. N. G. Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী পরিবর্তন

গত ২৪/০৩/২০২৬, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টে ১০৪৭০/২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Kotal , S/o. Late Bhutnath Kotal সাং ও পোস্ট - রঘুদেববাটি , থানা - সাঁকরাইল, জেলা -হাওড়া -৭১১৩১০, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার বাবার এল. আর. পর্চায় (মৌজা - রঘুদেববাটি, জে. এল নং -১৩, এল. আর খতিয়ান নং -১৩৯১, এল. দাগ নং -১৫৩৬, ১৫৪৬, ১৫৪৭, ৬৬৭) আমার পিতার সঠিক নাম Bhutnath kotal S/o.- Ganesh Chandra Kotal এর পরিবর্তে bhutnath Sardar S/o.- Ganesh Chandra Sardar লিপিবদ্ধ আছে। আমার পিতা Bhutnath kotal S/o. Ganesh Chandra kotal ও Bhutnath Sardar S/o. - Ganesh chandra Sardar একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

AFFIDAVIT

I, **Ajahar Mer** S/O Akbar Mer residing at Vill.- Piardanga, P.O.- Korasia, P.S.- Chandrakona, Dist.- Paschim Medinipur, PIN- 721201 do hereby declare vide affidavit no. 96 dated 10.02.2026 filed in the Court of Ld. A.C.J.M. (1st Class), at Ghatal, Paschim Medinipur that my actual name is Ajahar Mer and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter Card but in my Bank account of UCO Bank at Palashchabrighat Branch being A/C No. 12750110015193, my name has been recorded as Ejahar Mer S/O Akbar Mer.Ajahar Mer S/O Akbar Mer and Ejahar Mer S/O Akbar Mer is the same and one identical person i.e. myself.

AFFIDAVIT

I, **Sunati Rani Singha,** W/o Dudhangshu Singha, residing at Jasaitala Chakpara, P.O.- Diar Fatepur, P.S.- Lalgola, Dist-Murshidabad, W.B. do hereby declare that **Sunati Rani Singha** and **Suniti Rani Singha** is the same and one identical person vide affidavit no.3875 dt.20.2.26 before the court of J.M.1ST.CLASS at Lalbagh Murshidabad.

AFFIDAVIT

I, Lalit Soni S/O Kedar Mal Soni resident of 8, 2nd Floor, Ramkrishna Samadhi Road, Manicktala, Kolkata-700054 do hereby declare vide affidavit no. 928 dated 18.03.2026 in the Court of the 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata that my correct name is Lalit Soni and it is recorded in my Aadhar and Voter ID cards but in my birth certificate Regn. No. 1862 issued on 24.11.87, my name has been recorded as Lalit Verma and my father's name as Kedar Mal Verma.Lalit Soni S/O Kedar Mal Soni and Lalit Verma S/O Kedar Mal Verma is the same and one identical person i.e. myself.

AFFIDAVIT

I, Subhana Sarkar W/O Imran Sarkar residing at Vill. - Katabari Bhangapara, P.O. - Kazipara, P.S. - Jalangi, Dist. - Murshidabad, PIN - 742133 do hereby declare vide affidavit filed in the Court of Ld. Judicial 1st Class Magistrate, Berhampore, Murshidabad dated 27.02.2026 that my correct and actual name is Subhana Sarkar W/O Imran Sarkar and it is recorded in my Aadhar, Voter card and in my husband's Aadhar Card too. Samima Khatun is my daughter, her date of birth on 30/11/2005, and it is recorded in her Aadhar Card but inadvertently in her birth certificate vide Regn. No. 360, date of Reg. - 31/12/2005, her name has been recorded as Shamima Khatun and her parent's name as Jamela Bibi W/O Imran Mondal. Subhana Sarkar and Jamela Bibi i.e. myself is the same and one identical person. Imran Sarkar and Imran Mondal i.e. my husband is the same and one identical person and Samima Khatun and Shamima Khatun i.e. my daughter is the same and one identical person.

সাধারণ নোটিশ

[illegible]

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

নোটিশ

জেলা- পূর্ব বর্ধমান,
দেওয়ানী জজ বাহাদুর (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত কালনা,
২০২১ সালের- ৭৮ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
দয়ানন্দ মাহাত .... বাদী
(বনাম)
লীলা মন্ডল .... বিবাদী

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে উপরি উক্ত বাদী **দয়ানন্দ মাহাত**, পিতা- নাথনী মাহাত, গ্রাম ও পোঃ- দেবানন্দপুর, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৩, উপরি উল্লিখিত আদালতে বিবাদী **লীলা মন্ডল**, স্বামী- ৺বসন্ত মন্ডল, সাকিম- নবপল্লী, অটোস্ট্যান্ড, পোঃ ও থানা- নাদনঘাট, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন নং- ৭১৩৫১৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিম্নে উল্লিখিত তপশিল সম্পত্তি হইতে লাইসেন্সী উচ্ছেদের উপরি উল্লিখিত মোকর্দ্দমা রুজু করিয়াছেন। অত্র নোটিশ প্রচারের দিন হইতে আগামী- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বিবাদী নিজে অথবা প্রেরিত আইনানুগ ব্যক্তি মারফৎ উপরোক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া যদি কোন আপত্তি থাকে তাহা দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ উপরোক্ত মোকর্দ্দমা একতরফা আদেশ দানের আজ্ঞা হইয়া যাইবে।

// তপশীল সম্পত্তি //

জেলা- পূর্ব বর্ধমান, থানা- নাদনঘাট, জে.এল. নং- ১৩৫, মৌজা- শ্রীরামপুর এল.আর খতিয়ান নং- ৫৬৮৪, এল.আর দাগ নং- ৩১৯৭/৩২৫৪, শুনা জমির পরিমাণ- ০.০৭ একর সম্পত্তির উপর টালির ছাউনি যুক্ত দুকামরা বাড়ী যাহা শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ।

ড্রাফ্ট কারক :-**রাজ কুমার মাজী (উকিল বাবু)**
অনুমত্যানুসারে
হরিপদ দাস (সেরেস্তাদার)
সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত,
কালনা, ১৩.০১.২০২৬

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমার এক মক্কেল বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ ১ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট, দাগ নং ২২৮৩ (অংশ), খতিয়ান নং ১২৭৭, এলআর খতিয়ান নং ৩১১৫, মৌজা এবং থানা : লিলুয়া, জেলা -হাওড়া, হোল্ডিং নং ২২, কুমার পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ৩৩, বালি পুরসভা অধীন অনুযায়ী সম্পূর্ণ মালিক হিসেবে মূল বিক্রয় দলিল (স্বত্ব দলিল) রেজিস্ট্রিকৃত ডিআর হাওড়া, বুক নং ১, দলিল নং ৫৬৬৭-১৯৯০ স্থানান্তরিত/হারিয়ে ফেলেছেন। সংশ্লিষ্ট উক্ত দলিল স্থানান্তরিত/হারিয়ে যাওয়া বিষয়ে লিলুয়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১০৮৩ তারিখ ১৭.০৩.২০২৬ দায়ের করা হয়েছে।

কোনও ব্যক্তি বা অন্যকোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে দাবি দাখিলের অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
টেম্পল চেম্বার
রুম নং ৪৮, একতলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

এতদ্বারা জানানো যায় যে আমি সুশীল কুমার সিং গত ইং ২৬.০৩.২০১৪ তারিখে দলিল নং. I-2345/2014, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর দ্বারা বিক্রেতা- অশোক কুমার বিদ্যাসারিয়া কর্তৃক প্রদত্ত আমমোক্তার নং I-9496/13, এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর তাং-২৪.১২.২০১৩, আমমোক্তার গ্রহীতা-কৃষ্ণ কেওট এবং নির্মল ভক্ত-এর নিকট হইতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি খরিদ করিয়াছি। জেলা- হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-চক, জে.এল. নং.-১, এল.আর. খতিয়ান-১৫, এল.আর. দাগ-১৭৯, জমির পরিমান-৪ কাঠা।

উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

বিনীত-
সুশীল কুমার সিং

এতদ্বারা জানানো যায় যে, আমার মক্কেলগন রঞ্জিত সাউ, রাজেশ সাউ, রমেশ সাউ, রীতা দেবী, রেনু দেবী, রেখা দেবী, রিঙ্কু দেবী এবং ১) গায়ত্রী সাউ, ২) সুনীতা সাউ, ৩) টুম্পা সাউ গত ইংরাজীর ৩০.০৫.২০০৮ এডিএসআর. শ্রীরামপুর দলিল নং I-০৩৬১২/০৮ আমমোক্তার নং-IV -০০১১১/০৬ তাং ২৮.০৩.২০০৬ এ.ডি.এস.আর. শ্রীরামপুর আমমোক্তার গ্রহীতা ১) গায়ত্রী সাউ, ২) সুনীতা সাউ, ৩) টুম্পা সাউআপোষবিভাগ বন্টননামা করেন।

তপশীল জমির পরিচয়

জেলা-হুগলী, থানা-শ্রীরামপুর, মৌজা-মাহেশ, জে.এল. নং-১৫, আর.এস. দাগ নং ১৩৩৩/৬১১০, ১৩৩৩/৬১১১, ১৩৩৩/৬১১২, ১৩৩৫, জমির পরিমান ০৮ কাঠা ০৮ ছটাক ৩২ বর্গফুট। উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কারোর কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ২১ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল.আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Court
Enrl. No.- F-1643/1636/1990

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মহামান্য অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, চন্দননগর

রেফা ঃ- ম্যাট্রিমোনিয়াল স্যুট নং ০২/২০২৫

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

তপশীল সম্পত্তির পরিচয়

[illegible]

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

১৯ আসনে বিজেপির প্রার্থী ঘোষণা, বাকি রইল ১৯

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির অনুমোদনে ঘোষিত এই তালিকায় মোট ১৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের নাম রয়েছে, যেখানে অভিজ্ঞ মুখের পাশাপাশি নতুন প্রার্থীকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর; রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে গেরুয়া শিবির। কোচবিহার দক্ষিণে রথীন্দ্রনাথ বসু, রায়গঞ্জে দিনেশ সরকার, ইসলামপুরে চিত্রজিৎ রায়, পানিহাটিতে রত্না দেবনাথ এবং হেমতাবাদে হরিপদ বর্মনকে প্রার্থী করা হয়েছে। পাশাপাশি ইংলিশবাজারে অম্লান ভাদুড়ি, শান্তিপুরে স্বপন দাস এবং পানিহাটিতে রত্না দেবনাথের নামও তালিকায় রয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে হাওড়া মধ্য থেকে বিপ্লব মণ্ডল, উত্তরপাড়া থেকে দীপাঞ্জন চক্রবর্তী এবং সিঙ্গুরে ডাঃ অরূপ কুমার দাসকে প্রার্থী করা হয়েছে। চন্দননগরে দীপাঞ্জন কুমার গুহ, চুঁচুড়ায় সুবীর নাগ এবং হরিপালে মধুমিতা ঘোষের উপর আস্থা রেখেছে দল। তমলুক, মেদিনীপুর, পূর্বস্থলী দক্ষিণ, কাটোয়া, সাঁইথিয়া ও নলহাটি কেন্দ্রেও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, যোগ্যতা ও সাংগঠনিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রাধান্য দিয়েই প্রার্থী বাছাই করা হয়েছে। তাদের দাবি, এই তালিকা নির্বাচনে জয়ের ভিত্তি গড়ে দেবে এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে। এখনও ১৯টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা বাকি রইল।

দাসপুরে ফের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি ঝাঁঝহীন অভিষেকের

চিত্ত মাহাতো

পশ্চিম মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার দাসপুরের নির্বাচনী জনসভা থেকে বিজেপিকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি ফের একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী আশিস হুদাইতের সমর্থনে জনসভায় অভিষেক বলেন, লোকসভা নির্বাচনের আগে আমি কথা দিয়েছিলাম ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ করব। সেই মতো রাজ্য সরকার ২০০ কোটি টাকা খরচ করে সেখানকার খাল গুলোর সংস্কার করেছে। ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য। কিন্তু মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ হলেও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বেশ কয়েকটি গ্রামে জল জমতে পারে। এজন্য আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, পাম্প সহ সব রকম ব্যবস্থা আমরা করে দেব। অভিষেক বলেন, এখানকার স্বর্ণ শিল্পীদের জন্য রাজ্য সরকার একটি গোল্ড হাব তৈরি করেছে। সেখানে যেসব যন্ত্রপাতি লাগবে তার ব্যবস্থা করা হবে। কথা দিচ্ছি নির্বাচনের পর আমি হাব চালু করে দেব।

অভিষেক এদিন বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, এই মেদিনীপুরে বিজেপি একটি সভা করুক। সেই সভায় তৃণমূল সরকারের গত ১০-১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান আমরা তুলে ধরব। পাল্টা হিসেবে কেন্দ্র সরকারের উন্নয়নের রিপোর্ট কার্ড দেখাক বিজেপি। উন্নয়নের নিরিখে আমি পরাজিত হলে কথা দিচ্ছি আমার নাম আমি বদলে দেব। এদিনের সভায় তৃণমূলের ইশতেহারে উল্লেখিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বাড়ি বাড়ির পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া, দুয়ারে চিকিৎসা, সবাইকে পাকা বাড়ি করে দেওয়া, বার্ধক্য ভাতা দেওয়া ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরে অভিষেক বলেন, এবারের নির্বাচন শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করা নয়, মানুষকে যাঁরা অসম্মান করেছে তাঁদের উচিত শিক্ষা দেওয়া। তাই আমাদের প্রার্থীদের ভোট দিন। তাঁরা সবসময় আপনাদের পাশে থাকবেন। আর আজ আমি যা যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তা পূরণ করার দায়িত্বও আমার।

এদের নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, ২০২০ সালে কিছু গদ্দার আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আজ তাদের প্রার্থী করা হচ্ছে। এরা বিপদে-আপদে মানুষের পাশে থাকবে না। অভিষেক অভিযোগ করেন, দিল্লি থেকে এখানকার তৃণমূল কর্মীদের ফোন করে টাকার বিনিময়ে বিজেপির হয়ে কাজ করতে বলা হচ্ছে।

তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মানুষ এতদিন ভোট দিয়ে সরকার বেছে নিয়েছে। এখন এসআইআর -এর মাধ্যমে ভোটার বাছাই করা হচ্ছে। তাই এবার ওদের শিক্ষা দিন। নাহলে ২৬ এর পর আর কোন নির্বাচন নেওয়া হতে পারে। এদিনের সভায় রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ফিরিস্তির পাশাপাশি আগাগোড়া বিজেপির সমালোচনা করলেও অভিষেকের বক্তব্যে সেই পুরনো ঝাঁঝ ছিল না।

ব্যঙ্গের ছায়ায় বাংলা ছবি ‘ভূত জি কর’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমকালীন সমাজবাস্তবতাকে রূপক আঙ্গিকে তুলে ধরতে আসছে নতুন বাংলা ছবি ভূত জি কর। আসন্ন নির্বাচনী আবহে এই ছবিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে কৌতূহল, কারণ নির্মাতারা ব্যঙ্গের মোড়কে তীব্র সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ছবির নির্মাতা পবিত্র গোস্বামী জানান, এটি সরাসরি কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার পুনর্নির্মাণ নয়, বরং প্রতীকী ভাষায় সমাজের অন্ধকার দিকগুলি তুলে ধরার প্রয়াস। তাঁর দাবি, ক্ষমতার অপব্যবহার, নারীর নিরাপত্তাহীনতা এবং বিচার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা; এই সব বিষয়ই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এক ভয়াবহ ঘটনার পর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং প্রতিবাদের ঢেউ উঠলেও, শেষ পর্যন্ত সত্য চাপা পড়ে যায়; এই বাস্তবতাকেই তুলে ধরা হয়েছে।

চলচ্চিত্রটিতে ভয়ের আবহ, রহস্য এবং ব্যঙ্গ একসঙ্গে মিশে গেছে। পাশাপাশি সংগীত ও দৃশ্যায়নেও রয়েছে আলাদা মাত্রা। থিয়েটার-ভিত্তিক শিল্পীদের অংশগ্রহণ ছবিটিকে অন্যরকম স্বাদ দিয়েছে। সব মিলিয়ে, প্রচলিত কাঠামো ভেঙে সমাজের কঠিন প্রশ্ন সামনে আনতেই বড়পর্দায় আসছে এই ভিন্নধর্মী প্রয়াস।

গাড়ির ক্ষেত্রে ১৫ বছরের বয়সসীমা শিথিলের দাবিতে শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলকার ও পণ্যবাহী গাড়ির জন্য নির্ধারিত ১৫ বছরের বয়সসীমা শিথিলের দাবিতে আগামী ২৭ মার্চ শুনানি ডেকেছে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর। অপারেটরদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে পরিবহণ দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক পুল কার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং ফেডারেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের পরিবহণ ভবনে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। গত ২৬ ফেব্রুয়ারির নির্দেশে কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছিল, ট্রাক অপারেটরদের করা আবেদন ৬০ দিনের মধ্যে বিবেচনা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য শুনে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদিও মামলার মূল বিষয়টি বিচার না করেই নিষ্পত্তি করা হয়, আদালত রাজ্যকে ‘বাস্তবসম্মত’ দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার পরামর্শ দেয়। ট্রাক অপারেটরদের সংগঠনের দাবি, ১৫ বছরের বেশি পুরনো পণ্যবাহী গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট নবীকরণ না হওয়ায় মালিক, চালক ও সহকারীদের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাঁদের যুক্তি, একই হেভি মোটর ভেহিকল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত বাসগুলিকে ১৫ বছরের বেশি সময় চালানোর অনুমতি দেওয়া হলেও পণ্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে তা না দেওয়া বৈষম্যমূলক। এই প্রসঙ্গে সংবিধানের ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে আদালতও প্রশ্ন তোলে, এই পার্থক্যের যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি কোথায়।

অন্যদিকে, পুল কার অপারেটররাও স্টেজ ক্যারেজ বাসের মতোই সমতা চেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, স্কুলের পুল কার সীমিত সময় ও কম দিন চলে, ফলে ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক কম হয়। তাই নির্দিষ্ট শর্তে; যেমন নিয়মিত ফিটনেস পরীক্ষা ও দূষণ মান বজায় রেখে; ১৫ বছরের বেশি পুরনো গাড়ি চালানোর অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

নেটওয়ার্কহীন বুথে ভোট সম্প্রচার নিয়ে চিন্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি বুথে ওয়েব কাস্টিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎপর প্রশাসন, কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলার একাধিক প্রত্যন্ত কেন্দ্রে প্রযুক্তিগত বাস্তবতাই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। কুমারগ্রাম, কালচিনি ও মাদারিহাটের বেশ কিছু বুথে এখনও মোবাইল সিগন্যাল পর্যন্ত পৌঁছয় না, ইন্টারনেট তো দূরের কথা।

এই পরিস্থিতিতে জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যেই অন্তত ৫৩টি দুর্গম বুথ চিহ্নিত করেছে। সমস্যা সমাধানে মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ে জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। তাঁদের অতি দ্রুত একটি কার্যকর পরিকল্পনা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর জেলাশাসক ময়ূরী ভাসু স্পষ্ট জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করছি। প্রত্যন্ত বুথগুলিকেও নেটওয়ার্কের আওতায় আনা আমাদের অগ্রাধিকার। তিনি আরও যোগ করেন, পরবর্তী বৈঠকের পরই নির্দিষ্ট রূপরেখা পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। উল্লেখযোগ্যভাবে, সংকোশ টাপু, বক্সা পাহাড় বা টোটোপাড়ার মতো অঞ্চলে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে প্রযুক্তিনির্ভর ভোট পর্যবেক্ষণ চালু করতে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়ছে প্রশাসন।

মহিলাকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ গ্রেপ্তার অভিযুক্ত। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকায় এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম সুশান্ত সরকার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এক মহিলা বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, গত ২২ মার্চ দুপুর ২টো নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় সুশান্ত সরকার ওরফে ভোদর জোর করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, পরদিন অর্থাৎ ২৩ মার্চ অভিযুক্তের পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ওই মহিলাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এই ঘটনার ভিত্তিতে ২৪ মার্চ সুশান্ত-সহ তিন জনের নামে বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত সুশান্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

কলকাতায় ওয়েইসি, অভ্যর্থনায় হুমায়ুন-আমিন

সুজিত ভট্টাচার্য

কলকাতা এলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান তথা সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা যোগ করলেন অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন প্রধান তথা সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। বুধবার কলকাতায় পা রাখতেই তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় ভরিয়ে দেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির পার্টির সুপ্রিমো হুমায়ুন কবীর এবং দলের শীর্ষ নেতা খোবায়েব আমিন। এদিন বিমানবন্দরে ওয়েইসি নামার পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খোবায়েব আমিন ও হুমায়ুন কবীর তাঁকে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন। ক্যামেরার সামনে এই সৌজন্য বিনিময়কে নিছক ‘শিষ্টাচার’ বলে চালানো হলেও, রাজনীতির কারবারিরা এর গভীরে দেখছেন অন্য সমীকরণ। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকের পালে হাওয়া লাগাতে ‘মিম’ এবং ‘আমজনতা উন্নয়ন পার্টি’ যে এবার এক ছাতার তলায় আসতে চলেছে।

বাংলার রাজনীতিতে হুমায়ুন কবীরের নিজস্ব জনভিত্তি প্রশ্নাতীত। অন্যদিকে, বিহার ও তেলেঙ্গানার নির্বাচনে মিম-এর সাফল্য ইতিপূর্বেই জাতীয় রাজনীতিতে সাড়া ফেলেছে। এই দুই শক্তির মেলবন্ধন রাজ্যের শাসক দল এবং প্রধান বিরোধী দল; উভয় শিবিরের জন্যই চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বিশ্লেষকদের মতে এই সাক্ষাতের তিনটি মূল দিক—

ভোটের মেরুকরণ এই দুই শক্তির জোট হলে সংখ্যালঘু প্রধান জেলাগুলিতে ভোট কাটাকাটির সমীকরণ আমূল বদলে যেতে পারে। বিকল্প শক্তির উত্থান দুই শিবিরের বাইরে কি তবে একটি শক্তিশালী ‘তৃতীয় বিকল্প’ তৈরি হতে চলেছে? অধিকারের লড়াই রাজ্যের বঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষের দাবিদাওয়াকে সামনে রেখে এই জোট বড় কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জোট প্রসঙ্গে সরাসরি ‘হ্যাঁ’ না বললেও খোবায়েব আমিনের গলায় ছিল আত্মবিশ্বাসের সুর। তিনি জানান, তাঁদের মূল লক্ষ্য বাংলার বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করা। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই আসন সমঝোতা বা জোটের রূপরেখা নিয়ে কোনো বড় ঘোষণা আসতে পারে। এখন প্রশ্ন একটাই; কলকাতার এই ‘উষ্ণ অভ্যর্থনা’ কি নবান্নের লড়াইয়ে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে? উত্তর মিলবে সময়ের সঙ্গে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৬ মার্চ ২০২৬, ১১ চৈত্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার

হাইকোর্টে এসএসসি

■ **শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে নতুন করে জটিলতা তৈরি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আবার দ্বারস্থ হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের। আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত সময়সীমা বেঁধে দিলেও, বাস্তব পরিস্থিতিতে তা পূরণ করা কঠিন বলেই জানাল কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, বর্তমানে কর্মী সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে গিয়েছে। আমাদের মোট ৩৫ জনের মধ্যে ২৪ জনকে নির্বাচনী দায়িত্বে নেওয়া হয়েছে। ফলে হাতে রয়েছেন মাত্র ১১ জন। এই পরিস্থিতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরো প্রক্রিয়া শেষ করা প্রায় অসম্ভব, আদালতে এমনটাই জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, পূর্ববর্তী রায়ে প্রায় ২৫ হাজারেরও বেশি নিয়োগ বাতিলের পর নতুন করে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। পরবর্তীতে সময়সীমা বাড়িয়ে ২০২৬ সালের ৩১ অগস্ট পর্যন্ত করা হয়। কমিশনের আরও দাবি, আমরা স্বশাসিত সংস্থা। আমাদের কর্মীদের অন্য কাজে ব্যবহার করা বিধিসম্মত নয়। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও'র এজলাসে ৩০ মার্চ শুনানি নির্ধারিত হয়েছে।**

ডিউটির মাঝেও ভোট?

■ **আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা কর্মীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এবং নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনী কাজে নিযুক্ত পুলিশকর্মীরা যাতে নিজের ভোট দিতে পারেন, সেই লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে ফর্ম ১২ডি-র মাধ্যমে পোস্টাল ভোটিংয়ের প্রক্রিয়া। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ডিউটিতে থাকা কর্মীদের ভোটদান নিশ্চিত করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যেই নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে; প্রথম দফার ভোটের আগে ৪ এপ্রিল এবং শেষ দফার জন্য ৭ এপ্রিলের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের মাধ্যমে ফর্ম বিলি হবে এবং তা পূরণ করে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। অনুমোদন মিললে নির্দিষ্ট পোস্টাল ভোটিং কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেওয়া যাবে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে। পুলিশের পাশাপাশি রেল, স্বাস্থ্য, দমকল ও বিদ্যুৎ সহ মোট ১৯টি জরুরি পরিষেবার কর্মীরাও এই সুবিধার আওতায় আসছেন। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, নির্দিষ্ট দিনে কেন্দ্রে উপস্থিত না হলে ভোটাধিকার প্রয়োগের আর কোনও বিকল্প থাকবে না।**

আরজি করে সংস্কার

■ **দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসাকেন্দ্র আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে। বহুদিন ধরে অচল অবস্থায় পড়ে থাকা পুরনো জরুরি বিভাগ ফের চালুর উদ্যোগ শুরু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে প্রশাসনিক স্তরে। হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য তথা স্থানীয় বিধায়ক অতীন ঘোষের হস্তক্ষেপের পরই এই অগ্রগতি বলে জানা যাচ্ছে। ২০২৪ সালের ১৪ অগস্ট গভীর রাতে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার পর ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল জরুরি পরিষেবা অবকাঠামো। তদন্তের স্বার্থে দীর্ঘ সময় ওই অংশ বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে তা খোলা হলেও সংস্কারের কাজ এগোয়নি। ফলে অস্থায়ীভাবে ট্রমা কেয়ার ইউনিট থেকেই পরিষেবা চালাতে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসক ও নার্স সংগঠনগুলি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে সরব হয়। তাঁদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি তোলা হয়; পরিকাঠামো উন্নয়ন ও নিরাপত্তা জোরদার না হলে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা সম্ভব নয়। মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সম্পাদক বিপ্লব চন্দ্র বলেন, এই অবস্থায় জরুরি পরিষেবা চালানো অসম্ভব, অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করতে হবে। প্রশাসন সূত্রে আশ্বাস, স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।**

দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিয়ে সোনার বাংলার কামনা নীতিন নবীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা ভোটের আবহে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে এসে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলকেই দিনের সূচনা হিসেবে বেছে নিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার সকালে তিনি পৌঁছন দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রাঙ্গণে এবং সেখানে পূজার্চনা সেরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। মন্দির থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা ও বিকশিত রাজ্যে রূপান্তর করার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি। একইসঙ্গে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর মন্তব্য, এই ভূখণ্ড তার সংস্কৃতির মাধ্যমে গোটা দেশকে এক সূত্রে বাঁধে, কিন্তু সেই ঐতিহ্য আজ আঘাতের মুখে। পরোক্ষে রাজ্য সরকার ও শাসকদলকে নিশানা করে

তিনি আরও বলেন, এখানে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার পালনের ক্ষেত্রেও বাধা তৈরি হচ্ছে, যা উদ্বেগজনক।

কলকাতায় দুই দিনের সফরে এসে সংগঠনকে চাঙ্গা করার উপরই জোর দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার একাধিক সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্যের বিভিন্ন মোর্চা ও নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা দলের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন তিনি। বুথভিত্তিক কাঠামো শক্ত করা, জনসংযোগ বাড়ানো এবং নির্বাচনী প্রস্তুতিকে আরও ধারালো করার কৌশল নিয়েই মূলত বৈঠকগুলি ঘোরে।

দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রতিটি কর্মীকেই প্রার্থীর মতো দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি তাঁর স্পষ্ট বার্তা, দেশ প্রথম, দল দ্বিতীয়, নিজের কথা সবশেষে; এই নীতিতেই এগোতে হবে সংগঠনকে।

তিনি আরও দাবি করেন, শক্তিশালী বুথই জয়ের ভিত্তি, এবং উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুশাসনের প্রশ্নেই আসন্ন নির্বাচনে মানুষের সমর্থন মিলবে বলে আশাবাদী। নারী নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দিয়ে তিনি কর্মীদের ঘরে ঘরে পৌঁছে প্রচার চালানোর নির্দেশ দেন। এই সফর যে কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করবে, সে কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

বাংলায় উদ্যোগ বাড়ছে, তবু টিকছে না শিল্প, পরিসংখ্যান তুলে প্রশ্ন শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ফের তীব্র প্রশ্ন তুললেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। সরকারি তথ্যের উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, একদিকে যেমন নতুন উদ্যোগের আগ্রহ বাড়ছে, অন্যদিকে টিকে থাকার সঙ্কট ক্রমেই প্রকট হচ্ছে। তাঁর কথায়, সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি মানে মানুষের এগোনোর ইচ্ছা স্পষ্ট, কিন্তু সেই ইচ্ছাকে ধরে রাখার মতো পরিবেশ তৈরি হয়নি। পরিসংখ্যান টেনে তিনি জানান, গত পাঁচ বছরে রিটার্ন দাখিলকারী সংস্থার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। কিন্তু একই সময়ে বিপুল সংখ্যক সংস্থা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা

তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, এগুলো কেবল সংখ্যা নয়, এগুলো ভেঙে যাওয়া স্বপ্ন, হারিয়ে যাওয়া কর্মসংস্থান এবং থেমে যাওয়া উদ্যোগের প্রতিচ্ছবি।

শিল্পক্ষেত্রে অস্থিরতার কারণ হিসেবে তিনি প্রশাসনিক নীতির অনিশ্চয়তা, স্থানীয় প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর দাবি, লাভজনক সংস্থাও এখানে নিশ্চিন্তে কাজ চালিয়ে যেতে পারছে না; আস্থার অভাবই সবচেয়ে বড় সমস্যা। যুবসমাজ ও নতুন উদ্যোক্তাদের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, তরুণ প্রজন্ম সুযোগ খুঁজছে, ব্যবসায়ীরা স্থিতিশীল পরিবেশ চাইছে। তাঁর মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আর বিলম্ব করা যাবে না, এটা এখন আর রাজনৈতিক স্লোগান নয়, রাজ্যের ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

বুথে নিরাপত্তা-সহ সব পরিষেবা নিশ্চিতের নির্দেশ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ন্যূনতম পরিষেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য-র দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে আদালত জানিয়ে দিয়েছে, ভোটারদের নিরাপত্তা, পানীয় জল, শৌচাগার-সহ প্রাথমিক সুবিধা নিশ্চিত করা নির্বাচন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, কোন সংস্থা এই দায়িত্ব নেবে, তা নির্ধারণের অধিকার মামলাকারীর নয়। আদালতের মূল লক্ষ্য, ভোটাররা প্রয়োজনীয় সুবিধা পাচ্ছেন কি না তা নিশ্চিত করা। মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়, পূর্বে দায়িত্বে থাকা সংস্থা সরে দাঁড়ানোর পর বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে নির্বাচন কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেয়, স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন পরিচালনার জন্য আমাদের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত আদালত নির্বাচন পরিচালনাকারী সংস্থার উপরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে মামলার নিষ্পত্তি করে। তবে স্পষ্ট বার্তা, ভোটের দিন সাধারণ মানুষের মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করতেই হবে।

ভবানীপুরে শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ ঘিরে বিতর্ক, কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে নির্বাচনী উত্তেজনা আরও তীব্র হল রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ বিতর্কে। এই নিয়োগ নিয়ে সরাসরি আপত্তি জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ তুলেছে, নিরপেক্ষতার প্রশ্নে বড়সড় সন্দেহ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে।

শাসকদলের দাবি, সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সুরজিৎ রায় বিরোধী শিবিরের প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী-র ঘনিষ্ঠ। তাদের অভিযোগ, এই অবস্থায় ওই অফিসারকে দায়িত্বে রাখলে অবাধ ও স্বচ্ছ ভোটগ্রহণ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দ্রুত অপসারণের দাবিও জানানো হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরব হয়ে বলেন, কার নির্দেশে এই বদলি হচ্ছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নন্দীগ্রামের প্রাক্তন বিডিওকে এখানে আনা হয়েছে কারণ তিনি গদ্দারের লোক। অন্যদিকে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পালটা আক্রমণে শানান শুভেন্দু। তাঁর কটাক্ষ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এত ভয় কেন? নিজের জায়গাতেই হারার আতঙ্কে এসব বলছেন।

ভোটে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিষিদ্ধ, কড়া বার্তা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে প্রশাসনিক প্রস্তুতিতে এবার আরও কঠোর অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। ভোট পরিচালনায় কোনওরকম অনিয়ম বা প্রশ্ন ওঠার সুযোগ এড়াতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; চুক্তিভিত্তিক বা অস্থায়ী কর্মীদের কোনওভাবেই ভোটের দায়িত্বে রাখা যাবে না। নির্বাচন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি নির্দিষ্ট আইন ও বিধির মধ্যে রেখেই সম্পন্ন করতে হবে। সেই কারণেই কেবলমাত্র স্থায়ী সরকারি কর্মী কিংবা কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মীদের নিয়েই পোলিং পার্সোনেল গঠন করতে হবে। কমিশনের পর্যবেক্ষণ, অতীতে এই নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছিল এবং তা নিয়ে আদালতও প্রশ্ন তুলেছিল। এই প্রেক্ষিতে সব জেলার নির্বাচন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পৃথকভাবে ভোটকর্মীর তালিকা প্রস্তুত করতে। সেই তালিকা সম্পর্কে লিখিতভাবে প্রত্যয়নও জমা দিতে হবে। কমিশনের ভাষায়, তালিকায় কোনও চুক্তিভিত্তিক কর্মী নেই; এই মর্মে সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, এই নির্দেশ নিছক আনুষ্ঠানিক নয়; বরং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার জন্যই এই পদক্ষেপ।

চাকরি চুরি কিংবা নিয়োগ দুর্নীতির মামলা আমার বিরুদ্ধে নেই: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার বেলায় ইছাপুর বিশ্বশুক সেবাশ্রম সংঘে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশীর্বাদ নিলেন নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। সেখান থেকে বেরিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, মহারাজের আশীর্বাদ নিয়েছি যাতে সমাজের আরও ভালো কাজ করতে পারি। অর্জুন সিংয়ের দাবি, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে ২৫৬ টি মামলা করা হয়েছে। তবে সবকটিই মিথ্যা মামলা। বিজেপি প্রার্থীর কটাক্ষ, তাঁর বিরুদ্ধে চাকরি চুরি কিংবা নিয়োগ দুর্নীতির কোনও মামলা নেই। প্রতিপক্ষ তৃণমূল প্রার্থীকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, জিটিএ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ওর বিরুদ্ধে সিআইডি মামলা করেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ক্লিনচিট দেওয়া হয়নি।

উন্নয়ন কোথায়? মমতাকে তীব্র আক্রমণ ওয়েইসির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় পা রেখেই তৃণমূল নেতৃত্বকে সরাসরি নিশানা করলেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। সংখ্যালঘু রাজনীতি ও বাস্তব উন্নয়ন; এই দুইয়ের ফারাক তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিতি দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি হয় না। সাংবাদিক বৈঠকে ওয়াইসি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইদের নমাজে এসে যে দোয়া করেন, তাতে বাংলার মুসলিম গরিব ঘরের মানুষের পেট ভরে কি? তাতে সংখ্যালঘুদের উন্নতি হয়েছে কি? তাঁর দাবি, এই ধরনের পদক্ষেপ কেবলমাত্র প্রতীকী, বাস্তব সমস্যার সমাধান করে না। মুখ্যমন্ত্রীর পূর্ববর্তী মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। ওয়াইসির কথায়, এটা তো দস্তের কথা বাংলার মুসলমানরা ওনার ভরসায় নেই, আল্লাহর ভরসায় রয়েছে। একই সঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, ওনার হাতে কোনও মহাজাগতিক ক্ষমতা নেই। সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান প্রসঙ্গে পরিসংখ্যান তুলে ধরে ওয়াইসি দাবি করেন, শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানরা এখনও পিছিয়ে। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হলেও প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলার নির্বাচনী ময়দানে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে ওয়াইসি এবার সরাসরি তৃণমূলের ভোটব্যাংকে আঘাত হানার কৌশল নিয়েছেন।

উত্তর থেকে দক্ষিণে সপ্তাহজুড়ে বৃষ্টির ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের আবহাওয়ায় স্বস্তির ইঙ্গিত মিললেও সামনে অপেক্ষা করছে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির পর্ব। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে আর্দ্রতার জোগান এবং অনুকূল বায়ুপ্রবাহের জেরে উত্তর ও দক্ষিণ; দুই বঙ্গেই আগামী কয়েকদিন অস্থির আবহাওয়া বজায় থাকবে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৬ ডিগ্রি। মঙ্গলবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৯ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৫২ থেকে ৯৫ শতাংশ। আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, পরবর্তী কয়েকদিন রাজ্যের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ

করে সপ্তাহের শেষভাগে এর তীব্রতা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গে পাহাড় ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে দমকা হাওয়া, বজ্রপাত এবং কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। কিছু এলাকায় ভারী বর্ষণও হতে পারে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গেও ধাপে ধাপে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে; বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে প্রথমে প্রভাব পড়লেও পরে তা ছড়িয়ে পড়বে বিস্তীর্ণ এলাকায়।

আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের নিচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। গরমের দাপট সাময়িকভাবে কমলেও অস্বস্তিকর আর্দ্রতা বজায় থাকবে বলে পূর্বাভাস। সব মিলিয়ে, সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই আকাশ মেঘলা থেকে বৃষ্টিমুখর থাকার ইঙ্গিত দিচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর, ফলে নাগরিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আচরণবিধি ভাঙার অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে ফের রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ালেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্বে থেকেও নির্বাচনী আচরণবিধির সীমারেখা মানা হচ্ছে না। পোস্টে সুকান্ত লেখেন, আচরণবিধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং নিন্দনীয়। তাঁর অভিযোগ, একদিকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে প্রার্থী হিসেবে প্রচারে নেমে ধর্মভিত্তিক ইস্যুকে সামনে আনা; এই দুইয়ের মিশ্রণ গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী। উত্তরবঙ্গে সাম্প্রতিক কর্মসূচির প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। তাঁর মতে, এই ধরনের পদক্ষেপ নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে সুকান্তর আবেদন, এই বিষয়ে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। সব মিলিয়ে, শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্বের আবহে এই অভিযোগ নতুন করে নির্বাচনী বিতর্ককে তীব্র করে তুলল।

লিভ-ইন সম্পর্ক ভাঙার জেরেই রক্তাক্ত পরিণতি রূপবাণীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গড়িয়া: একটি ভাঙা সম্পর্কের অশান্তিই শেষ পর্যন্ত রূপ নিল ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডে। গড়িয়ার পার্লারকর্মী রূপবাণী দাস-এর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্তে উঠে আসছে এক জটিল ব্যক্তিগত সম্পর্কের ইতিহাস। পুলিশের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলাপের পর হরিয়ানার এক যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় রূপবাণীর। সেই সম্পর্ক ধীরে ধীরে এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, তিনি স্বামী-সন্তানকে ছেড়ে ওই যুবকের সঙ্গে অন্য রাজ্যে একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরে। প্রায় দু'মাস আগে তিনি সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসে ফের নিজের পরিবারে ফিরে আসেন। এই বিচ্ছেদই মেনে নিতে পারেননি অভিযুক্ত। তদন্তকারীদের ধারণা, সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই ক্ষোভ ও মানসিক অস্থিরতা বাড়ছিল তাঁর মধ্যে। সেই টানাপড়েনের জেরেই পরিকল্পনা করে গড়িয়ায় এসে পার্লারে ঢোকেন তিনি। ভিতরে দীর্ঘক্ষণ বাক বিতণ্ডার পর আচমকাই পরিস্থিতি হিংসাত্মক হয়ে ওঠে।

স্থানীয় কাউন্সিলর সঞ্জিতকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, প্রেমের টানাপড়েনই শেষ পর্যন্ত এমন চরম পরিণতি ডেকে এনেছে।

মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। ছবি: অদিতি সাহা

নতুন ভোটার ও পুরনো অভিজ্ঞতা, কোন সুরে বাজবে ভোট!

রাজীব মুখোপাধ্যায়

দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে। স্টেশনের বাইরের চায়ের ঠেকে দাঁড়িয়ে কয়েকজন তরুণের তর্ক জমে উঠেছে। প্রথমবার ভোট দিতে চলা ঋতম হঠাৎই বলে ওঠে, দেশের সীমান্ত নিরাপদ তো? খবর খুললেই তো অন্য ছবি! ভোটে সেটা ভাবব না? পাশ থেকে আরেকজন যোগ করে, সব ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কাজ কোথায়? শুধু প্রতিশ্রুতি শুনে তো আর জীবন চলবে না! এই সরাসরি প্রশ্নই এখন নতুন ভোটারদের চিহ্নিত করছে। তাঁরা তথ্য খোঁজে, হিসেব চায়, আর সহজে সন্তুষ্ট হয় না। কলেজছাত্রী মধুরিমা স্পষ্ট বলল, দুর্নীতির খবর এত বেরচ্ছে, আমরা জানতে চাই, দায় কার? শুধু ঘোষণা দিলে হবে না, ফল দেখতে চাই।

কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন প্রবীণ ভোটার তপনবাবু। আলোচনায় যোগ দিয়ে শান্ত গলায় বললেন, রাষ্ট্র চালানো আর দাবি তোলা এক কথা নয়। সময় লাগে, ধৈর্য লাগে। তবে তিনিও থেমে থাকেন না, কিন্তু অনিয়ম যদি থেকে যায়, মানুষ একদিন না একদিন জবাব চাইবেই।

শহরের বাইরের চিত্র আরও ভিন্ন। ইটভাটার পাশে বসে শ্রমিক বিমল বললেন, আমাদের কাছে রাজ্যের অবস্থা মানে পেটে ভাত আছে কি না। কাজ থাকলে সব আছে, না থাকলে কিছুই নেই। তারপর একটু থেমে যোগ করেন, তবে গোলমাল বাড়লে সবারই

ক্ষতি। নারী ভোটারদের ভাবনাতেও এসেছে নতুন মাত্রা। গৃহবধূ রেশমি সরাসরি জানালেন, নিরাপত্তা শুধু দেশের না, নিজের জীবনেরও। রাঙ্গা স্তায় বেরোলে ভয় পেতে হবে কেন? এটা ভোটের বড় প্রশ্ন। তাঁর কথায় সায় দিয়ে এক প্রবীণ বলেন, আইন যদি কাজ না করে, উন্নয়ন টেকে না।

অর্থনীতি নিয়েও বিভাজন স্পষ্ট। তরুণ উদ্যোক্তা সৌরভের দাবি, ব্যবসা করতে গেলে সহায়তা চাই, না হলে এগোনো মুশকিল। বিপরীতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী অজিতবাবুর পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের খরচ আর আয়ের ভারসাম্য না থাকলে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ভোটের আগে তাই একই বাস্তবতা থেকে জন্ম নিচ্ছে ভিন্ন ভাবনা। একদল তাড়াহুড়োয় বদল চায়, অন্যদল মেপে পা ফেলতে বলে। কিন্তু দুই পক্ষের সুর মিলছে এক জায়গায়; কথা নয়, কাজ দেখতে চাই। শেষ পর্যন্ত সেই প্রত্যাশাই নির্ধারণ করবে ভোটের রায়।

কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ঘিরে কমিশনে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোট ঘোষণা হতেই আচরণবিধি কার্যকর; এই প্রেক্ষাপটে নতুন বিতর্কে রাজ্য রাজনীতি। কালীঘাট এলাকার একটি জনপরিকাঠামোয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকা নিয়ে সরাসরি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হল বিজেপি। দলের অভিযোগ, ক্ষমতাসীন শিবির সরকারি পরিসর ব্যবহার করে নির্বাচনী সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। দলীয় প্রতিনিধি শিশির বাজোরিয়া চিঠিতে স্পষ্ট দাবি করেছেন, ক্ষমতায় থাকা কোনও দল যেন তাদের প্রশাসনিক অবস্থানকে নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার না করে; এটা আচরণবিধির মূল কথা। তাঁর আরও বক্তব্য, জনসাধারণের অর্থ খরচ করে কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রচারমূলক ছবি বা প্রচারসামগ্রী রাখা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অভিযোগের কেন্দ্রে কালীঘাট স্কাইওয়াক এলাকা। বিজেপির দাবি, ওই স্থান সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এবং সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি প্রদর্শন নির্বাচনী সমতার পরিপন্থী। চিঠিতে বলা হয়েছে, এই ধরনের প্রদর্শন সরাসরি নির্বাচনী প্রচারের সমান, যা সরকারি খরচে করা হচ্ছে; এটি গুরুতর লঙ্ঘন। বিজেপির পক্ষ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জিও জানানো হয়েছে।

সম্পাদকীয়

৬০ থেকে ৭০টি কেন্দ্রে তৃণমূলকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফেলবে হুমায়ুন-ওয়েইসি জুটি

বাংলার নির্বাচনী ময়দানে এবার এক নতুন জোট। তৃণমূল ছেড়ে আসা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তার নতুন দল নিয়ে জোট বেধেছেন আসাদউদ্দিন ওয়েইসির এআইএমআইএম বা মিমের সঙ্গে। এই জোট চূড়ান্ত। আসনরফা নিয়ে আলোচনা চলছে। জোট ঠিক কত আসনে প্রার্থী দেবে তা এখনও নিশ্চিত করে জানা যায়নি। কিন্তু রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোটই যে তাঁদের পাখির চোখ তা না বলে দিলেও চলে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলি ধরেই তাঁরা জোটের নির্বাচনী অঙ্ক কষছেন। সংখ্যালঘু ভোটকে একত্রীভূত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য, একথাও বারবার বলেছেন ওয়েইসি। সেই সঙ্গে আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বলেছেন, সংখ্যালঘুরা নেতৃত্বে না আসলে তাঁদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল। কারণ, ওই সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের ভরসাতেই তাঁরা তিন, তিনবার এই রাজ্যে ক্ষমতায় এসেছে। চতুর্থবারও তাঁরা ওই ভরসাতেই নির্বাচনী ময়দানে। উল্টোদিকে তৃণমূলের দিক থেকে সংখ্যালঘু ভোটকে ফেরাতে আসরে নেমেছেন তৃণমূলেরই প্রাক্তন বিধায়ক মুর্শিদাবাদের নেতা হুমায়ুন কবীর। সঙ্গে দোসর হিসেবে পেয়েছেন মিমকে। এখনও পর্যন্ত এই জোট সম্পর্কে যেটুকু জানা গিয়েছে, তা তৃণমূলের পক্ষে মোটেই সুখকর নয়। হুমায়ুনরা রাজ্যে ২০টি সভা করতে চলেছেন। সেই সভায় থাকতে পারেন ওয়েইসি।শুরু হবে বহরমপুর থেকে। শেষ কলকাতায়। বার্তা স্পষ্ট, সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে তৃণমূলকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে।না। গত রবিবার হুমায়ুন প্রথম দফার প্রার্থী হিসেবে ১৪৯ জনের নাম ঘোষণা করেছেন। নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরেও প্রার্থী দিয়েছে তাঁরা। তৃণমূলের রক্তচাপ বাড়িয়ে শুধু বিধানসভা ভোট নয়, আগামিদিনেও জোটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে কলকাতায় বসে ঘোষণা করেছেন ওয়েইসি। তিনি আশাবাদী, এই ভোটেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সংখ্যালঘু নেতৃত্ব উঠে আসবে। যা রাজ্যের রাজনীতিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই ২৪ পরগণা, হুগলির প্রায় ৬০ থেকে ৭০টি আসনে এই জোট কিন্তু বড়সড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে তৃণমূলকে।

শব্দছক ১১১

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭	৮		■	
	■	৯				১০	
১১	১২		■		■		■
■		■	১৩	■	১৪		১৫
১৬		১৭		১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. লিখিত নয় যা ৪. আটকে রাখা হয়েছে যাকে ৬. অবিভক্ত বাংলা ৭. শিশুদের হাড়গিলা রোগ ৯. ভাবনার যাচ্ছেতাই ১১. প্রকার ১৪. কালের অনুকূলে নয় ১৬. অন্ধকারে নিমজ্জিত ১৯. অহংকার ২০. জগৎ ২১. অনায়াসে ২২. রাজ্য চালনার দায়িত্ব

ওপর-নিচ: ১. চাকুরীর মেয়াদ শেষে ২. পুরুষ নারী নির্বাচন ৩. কায়দা-কানুন ৪. মাকড়সার যতগুলো পদ-সমাহার ৫. কাজল ৮. শ্রীকৃষ্ণ ৯. গ্রীষ্মের প্রিয় ফল ১০. ফর্দ ১২. স্কন্ধকাটা ১৩. আয়েস ১৪. ভাত ১৫. রাবণরাজা ১৬. অনুশীলন ১৭. কাগজেই সীমাবদ্ধ ১৮. বন্দুকের ছোট গুলি ২০. দীপ্তি

সমাধান ১১০ — পাশাপাশি: ১. পায়েল ৩. কানাকানি ৫. লম্বিত ৬. শান্তি ৭. রঙ্গরস ৯. মাকাল ১০. জাহাজ ১২. পাকামাথা ১৪. নিল ১৫. মাণিক ১৭. কলরোল ১৮. বছর

ওপর-নিচ : ১. পাতা ২. ললন্তিকা ৩. কাতর ৪. নিরস ৬. শামাপোকা ৮. রক্তজল ১১. হানিকর ১২. পাঠক ১৩. থামাল ১৬. হর

আজকের দিন

■ **১৯৭১** — বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং মুক্তিযুদ্ধের সূচনা।

■ **১৯৭৯** — ওয়াশিংটন ডিসিতে মেনাকেম বেগিন এবং আনোয়ার সাদাত মিশর-ইসরায়েল শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

■ **১৯৮৫** — পোপ জন পল দ্বিতীয় প্রথম বিশ্ব যুব দিবস ঘোষণা করেন।

জন্মদিন

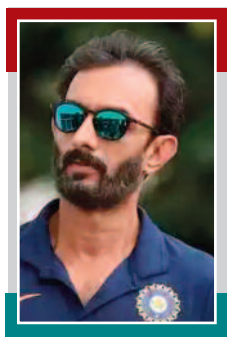

১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী অর্চনা পূরণ সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় বিক্রম রাঠোরের জন্মদিন।*

১৯৯৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় উন্মুক্ত চাঁদের জন্মদিন।*

বিক্রম রাঠোর

দু'টি মৃত্যু
একটি নির্বাচন ও কিছু কথা

অশোক অধিকারী

কবি নাজিম হিকমত লিখেছিলেন,একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের শোকের আয়ু বড়জোর এক বছর।দশোক উত্তরণের যে বাস্তবতার কথা তাঁর লেখায় ছিল তাকে অস্বীকার করার সাহস আমাদের নেই;বরং স্বীকার্য হিসাবে মৃত্যুর আগে পিছে যে সত্য থাকে তাকে মান্যতা দিয়ে একটি প্রতিজ্ঞার বয়ান রচিত হতে পারে যে কোনও মৃত্যুই যেমন আমাদের আনন্দিত করে না তেমনই অনেক মৃত্যুর সমাজ পরিসরে বহমানতা আর পাঁচটা মৃত্যুর চেয়ে ভারী। সেই মৃত্যু আমাদের ভাবায়,কষ্ট দেয়,মিছিলে সামিল করে-রচিত হয় শত কথার বুনন; আঁকা হয় শিল্পমন্ডিত যন্ত্রণার মুখচ্ছবি।আমাদের রাজ্য এখন একটি সমূহ নির্বাচনের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী রচনায় প্রত্যয়ী।প্রার্থীর নানামুখ,নানা কথা তাঁদের অতীত ও বর্তমানের ক্রিয়ামানতা মুখে মুখে ফিরছে। সঙ্গে নতুন মুখের সারি ভোটদাতাদের মনে আশা ও উদ্দীপনার স্বপ্ন বপন করলেও তা যে মানুষকে খুব একটা আস্বস্ত করছে এমনটি নয়। দল হিসাবে সিপিএম,বিজেপি বা তৃণমূল কংগ্রেস লড়াইয়ের ময়দানে নেমে পড়লেও অন্য দলগুলি এখনও তাদের জায়মানতা নিয়ে ঝাঁপাতে পারেনি।এরই মাঝে সিপিআইএম-র কালীগঞ্জ কেন্দ্রের প্রার্থী ঐ কেন্দ্রে গত উপনির্বাচনে ফল ঘোষণার পর তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া বোমায় নিহত ছোট তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিন এবং পানিহাটি কেন্দ্রে বিজেপি-র প্রার্থী আরজিকর কান্ডে নিহত চিকিৎসক অভয়া-তিলোত্তমার মা'র প্রার্থী হওয়া নিয়ে যে আলোচনা বা সমালোচনার অবকাশ তৈরি হয়েছে রাজ্য জুড়ে তা এবারের বিধানসভা নির্বাচনে টিআরপি বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই।

অভয়ার মৃত্যুর বয়স ১ বছর ৮ মাস অন্যদিকে তামান্নার মৃত্যুর বয়স ৯মাস। দুটি মৃত্যুই থাই পাহাড়ের চেয়ে ভারী। তামান্না একটি রাজনৈতিক (সিপিআইএম) পরিবারের মেয়ে। স্বাভাবিকভাবে এ মৃত্যুর মেরুকরণ করতে কোনো বাধা নেই। তবুও বোমায় নিহত তামান্নার মৃত্যুর পর নাগরিক সমাজের নানা মন্তব্য, বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ সংবাদে এসেছে এবং আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি।অন্যদিকে অভয়ার মৃত্যু একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বজনীন ছিল এই কারণেই যে,এখানে নৃশংসতার যে অভিমুখ তা যে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক তাই নয় নৃশংসতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে সরকারী ব্যবস্থার দিকে সর্বতোভাবে আঙুল উঠেছে। একজন চিকিৎসক কন্যা তার কাজের জায়গায় মধ্যরাতে ধর্ষিতা হয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদের হাতে নিহত হয়েছেন এ ঘটনা বিরলের মধ্যে বিরলতম; যে কারণে এ ঘটনা ঐতিহাসিক ভাবে আন্তর্জাতিক এবং সর্বগ্রাহ্যতাকে ছুঁয়েছে। যখন আজকের নির্বাচনে যাওয়া তৃণমূল কংগ্রেস সরকার 'বদলা নয়, বদল'র স্লোগান দেওয়াল জুড়ে লিখেছিল আজ সেই স্লোগানের কী মুরতি তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। একটি মাত্র উপনির্বাচনে যিনি জিতলেন তিনি তামান্নার বাড়ি যাওয়া দূর ইস্তক,যদি অন্তত একবার মুখ ফুটে বলতেন যে, 'আমি এভাবে জিততে চাইনি' (আলিফা আহমেদ, যিনি এবারেও ঐ কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী) তাহলে তাঁর বিধানসভায় শপথ নিতে আটকাতো না; চিৎকার করে কান্না বইতে বইতে মেয়ের কাটাছেঁড়া শরীরটার দিকে তাকিয়ে হয়ত হাহাকার করে উঠত না মায়ের বুক এই বলে — 'আর এক মাস বাদেই মেয়েটা দশ বছরে পড়ত। বলেছিল, মা পায়েস রাঁধবে কিন্তু।' ভোটে দাঁড়িয়ে সাবিনা ইয়াসমিন লাল পতাকা হাতে সাংবাদিকদের বুমের সামনে তাঁর যন্ত্রণার কথা বলে ওঠেন, 'আমার তামান্নার রক্তে ভিজেছে মোলান্দির মাটি। এই মাটি সাফ করতে হবে আমাদের।... রাজ্যের কোনও মায়ের কোনও তামান্না যাতে এই জানোয়ারদের হাতে শেষ না হয়, মরে না যায় তা দেখতে হবে আপনাদের।... এই ক্রিমিনালদের রাজত্ব শেষ করুন।' মোলান্দির জনপদ যখন লজ্জায়,ক্রোধের আগুনে জ্বলছে তখনই দেবদূতের (!) মতো মানবিক পর্দা মুখের ওপর ঝুলিয়ে শোকে বিহ্বল তামান্নার মায়ের বাড়িতে হাজির হয়ে টাকার খাম ধরাতে গেলেন তাঁর মূল্যবোধের ওপর আমাদের ঘৃণা হয়। অবক্ষয় কোন স্তরে পৌঁছালে একজন প্রাক্তন আইপিএস মানবিক আইনকে অমানবিকতার কালিতে কলুষিত করে নিজের সবকিছুকে তৃনমুলীত্বের পায়ে সঁপে দিতে পারে তা তিনি না গেলে বিশ্বাস করাই যেত না। অথচ তৃনমুলের রাজত্বে এটাই দস্তুর। ধর্ষণে ক্ষতি পূরণের টাকা আগেই ধরা থাকে প্ল্যান্ড বাজেটে! সন্তান হারা মায়ের এই রক্ত বমন এখনও কিভাবে রাজ্যের মানুষ সহ্য করছেন তা ভাবলে আশঙ্কিত হতে হয় আমাদের। মানুষের ক্ষোভ,প্রতিবাদ,মিছিলে কণ্ঠ ছাড়া, লেখনীর উপ্ত কালিতে নির্যাতনের তন্বিষ্ট বিবরণ যত বেশি বাঙ্ময় হয়ে উঠছে তত উজ্জ্বল হয়ে উঠছে অধিকারের ইস্তাহার। মননের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার পরিকল্পিত উদ্যোগের বিরুদ্ধে একত্রিত হোক মানুষের সংহতি।তাই এবারের বিধানসভা নির্বাচন যেন অন্য কথা বলছে। মা সাবিনা ইয়াসমিন যখন বলে ওঠেন, 'আর কতদিন ওই দুষ্কৃতীদের অত্যাচার সহ্য করবে মানুষ। ওরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেপুলিশ কিছুই করছে না,বাড়ির বাচ্চারা বাইরে বেরতে পারছে না ভয়ে। তাহলে তো আরও কতো জীবন চলে যাবে ঠিক নেই। ওরা ওইটুকু শিশুর রক্ত নিয়ে হোলি খেললো। সবার ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড না হওয়া পর্যন্ত আর রাতের ঘুম হবে না আমাদের, ততদিন লড়াই চালিয়ে যাবো।' যে কারণে তাঁর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া।ক্ষমতার ভাষায় ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা, অপরাধীদের শাস্তি বিধান ও কলুষমুক্ত রাজ্য গঠনে সকলের সঙ্গে তাই সাবিনা ইয়াসমিন'ও সামিল

অন্যদিকে এই শহরে কত কবিতা,কত গান শুধু যে একটি মেয়ের জন্য রচিত হতে পারে তা তামাম বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। 'জাস্টিস ফর আর জি কর'-র ঘণপিনদ্ধ ঘোষণায় মথিত সারা দেশের রাজপথ এক অন্য শপথে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়েছে।বাঙালি অস্মিতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নির্বিশেষ যেন এক ছাতার তলায় এসে প্রতিবাদে মুখর হওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে পারল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় আছে, 'কে কোনখানে ঘুমোন একেবারেই গৌণ/দেখব তিনি কোথায় জেগে, কোথায় মৌন।' বিভিন্ন সংগঠন, গান, কবিতা নাটক, বিজ্ঞানী, স্কুল, কথা কলেজ, ক্লাব এমনকি রাধাগোবিন্দ করের (আর জি কর) পরিবার সহ শত শত সচেতন সংস্থা এক লহমায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুনে শোভিত হয়ে মিছিলে গলা মিলিয়েছেন। কিন্তু দিনেরশেষে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সত্য হয়ে উঠেছে-তারা সবাই জেগে, কেউ মৌন নয়। প্রশাসনের উপর্যুপরি ব্যর্থতা, ঘটনা সামাল দিতে একটার পর একটা ভুল নির্দেশিকা, কমিটি গঠন, ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর অকুস্থলে যাওয়া, দুর্মূল্য সম্পত্তির ভাঙচুর তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্যে, দুষ্কৃতির হাত থেকে বাঁচতে পুলিশের রোগীর বিছানায় বা ওয়াশ রুমে আশ্রয় নেওয়া-সবই এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লুকানোর ছলে যা প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে। একজন ক্লান্ত, অবসন্ন সারাদিনের ডিউটিতে বিধ্বস্ত মেয়ে যখন নিজের সমস্ত ক্লান্তিকে বিছানায় রেখে নিবিঘ্নে ঘুমাতে চায়,তার ঘুমে যে অন্ধকারের ডাকাতি হয়ে গেল তা বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা হেঁট করে দিয়েছে। আজ এ কথা কষ্টের হলেও সত্য যে, আরজিকর আন্দোলনে ছানা কেটে গেছে! সরকার সবাইকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এখন আর জি কর আন্দোলন শুধু অভয়ার মা-বাবার! সবাই মুখে বলছে, 'পাশে আছি'। কিন্তু,এক বছর পরেও যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন গুলি (প্রতি মাসের ৯ তারিখ) অভয়ার ধর্ষণ ও খুনের দিনকে স্মরণে রেখে পালিত হচ্ছে, তাতে সাধারণের উপস্থিতি সন্দেহ নেই অনেকটাই ক্ষীয়মান। বিশেষত ১ বছর ৮ মাসের আন্দোলন সংখ্যার বিচারে যেমন অনেকটাই কমেছে, তেমনই তাতে উপস্থিতির হারও যথেষ্ট কমেছে;এই সব দেখে শুনে রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট মানুষজন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস্ মিডিয়ার একটা বড় অংশ খুব কম সময়ই ব্যয় করছে আরজিকর আন্দোলন নিয়ে।অভয়ার হত্যায় শুধু একজনই (সঞ্জয় রায়) দাগী আর বাকিরা অদাগী বা আর কেউ এই ঘটনার পিছনে নেই এই অপ্রাপ্তমনস্ক অথচ শয়তানি সিদ্ধান্তে যাঁরা সিলমোহর দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন তাঁরা ভুলবেন কিভাবে রবীন্দ্রনাথের কথা, 'তোমার অন্যায়ে যেন এ অন্যায় হয়েছে প্রবল।' এখন ক্ষমতায় থাকা মানুষজন একটি আপ্তবাক্যে খুব বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন, 'আইন,আইনের পথে চলবে।' তথাকথিত সেই (স্বতঃপ্রণোদিত) পথে আইন হাঁটছে না দৌড়চ্ছে তা আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি।

আমরা সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম বেকায়দায় পড়ে প্রশাসন নীরবতায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল।'গেল গেল'রব উঠেছিল সরকারের অন্দরে। গত চোদ্দ বছরে এতটা বিপর্যস্ত হতে দেখা যায় নি সরকারকে। কিন্তু তার মধ্যেও 'সময় কেনার' আপ্তমনস্কতায় সরকারের প্রধান যে কপটচারী হয়ে উঠছিলেন তা বুঝে উঠতে আমাদের সময় লাগেনি। একটি সংগঠনের পাল্টা সংগঠন গড়ে দেওয়ার মতো কিছু কিছু কাজ খুব সুচতুর উপায়ে তারা চারিয়ে দিচ্ছিল ডাক্তারদের আন্দোলনের অভিমুখে।ডাক্তারদের গোষ্ঠীতে ভেঙে দেওয়া,পাল্টা কথাবার্তা চালানো এসব তাঁরা নিভৃতে করতে লাগলেন। শাসক দলের যাঁরা পোস্টার বয় হয়ে এই ঘটনার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন, ছেলে মেয়ে নিয়ে ফ্লেক্স টাঙিয়ে বসেছিলেন তাঁরাও ক্রমশ অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন।ক্ষমা চেয়ে দলে ফিরলেন। নাগরিক আন্দোলনের মানুষজন যে যার নিজের নিজের কাজে ফিরে গেলেন। তথাকথিত 'আর না'বলা মানুষেরা মিডিয়ায় প্যানেল ডিসকাশনে ভেসে রইলেন। যাঁরা একদিনও রাস্তায় নামেননি তাঁরা চ্যানেলে বসে আন্দোলনের অ আ ক খ শেখাতে শুরু করে দিলেন! এত উপাদান থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলগুলি এই আন্দোলনকে দানা বাঁধাতে পারলেন না।সরকার যখন রাজনীতি দিয়ে মোকাবিলা করতে চাইছে আরজিকর আন্দোলনকে তখন ডাক্তাররা এ আন্দোলন 'অরাজনৈতিক' থাকবে বলে জিদ্ ধরে রইলেন। সরকার সুযোগ বুঝে একটার পর একটা প্রতিশ্রুতি, হাসপাতালের দুর্নীতির অবসান, কলেজের নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষণা, তারা যেন জলে ভিজে শরীর খারাপ না করে ইত্যাদির মতো আকর্ষনীয় ও সহানুভূতিসূচক কথা বার্তা দিয়ে ডাক্তারদের আন্দোলনে জল ঢালার ব্যবস্থা করলেন। মেয়েদের ওপর নির্যাতন কিন্তু থেমে থাকল না। তার মধ্যেই শাসক ঘনিষ্ঠ নেতার দ্বারা ঘটে গেল কসবা ল' কলেজে আরও একটি লজ্জাকর ঘটনা।অতিরিক্ত তৎপরতায় একটার পর একটা ধর্ষণে টপটপ করে অপরাধী ধরে বিচার সম্পন্ন করে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়ে গেল।আমরা ভাবতে শুরু করলাম-এটাই তো সরকারের কাজ! এদিকে ক্রমশ পিছু হটতে লাগল অভয়ার বিচার। অন্দরে তৈরি হতে লাগল আন্দোলনকারীদের জব্দ করার ব্লুপ্রিন্ট। সিবিআই রাজ্য পুলিশের তদন্ত করা ফাইলটাকেই নিজেদের ফাইল বলে জমা করল আদালতে। অভয়ার বিচার ছিনিয়ে আনার লড়াই কী তবে শুধু বাবা মা'র,আর ডাক্তারদের। আর কিছু নাগরিক মুখের! ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাক্তারদের একের বেশি সংগঠন,নাগরিক সমাজের মধ্যেও শতাধিক সংগঠন জন্ম নিল। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতি আঁচ করে সরকার তার প্রতিহিংসার খেলা শুরু করে দিল।একদিন যে ডাক্তাররা আন্দোলনে ছিলেন বলে রোগী পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে এই দোষে তাঁদের বিরুদ্ধে নানা কথা,প্রশাসনিক নিয়মের ফতোয়ার কথা শুনিয়ে জব্দ করার চেষ্টা করেছিলেন এখন তা কাগজে কলমে রূপান্তরিত হয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ হয়ে 'শমন' হাতে এসে দাঁড়াতে লাগল আন্দোলনকারী ডাক্তারদের দরোজায়।কখনও রাতের অন্ধকারে গুচ্ছের পুলিশ তাঁদের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি নিতে সটান বাড়িতে এসে উপস্থিত হচ্ছে,কখনও আন্দোলনের টাকা কোথা থেকে আসছে, কে দিচ্ছে,কোন অ্যাকাউন্টে থাকছে বলে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।কারা অনশনের মঞ্চ বেঁধে দিয়েছে,কোন ডেকরেটর এই সব সামগ্রী সরবরাহ করেছে, কে মাইক দিয়েছে ইত্যাদির কথা তুলে তার খোঁজ চালানো হচ্ছে; আর এখন আন্দোলনের মুখ সেই সব ডাক্তারদের শাস্তি হিসাবে পরিকাঠামো হীন দূরবর্তী স্থানে কখনও রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রান্তে তাঁদের বদলি করা তো হয়েছেই আবার মরার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো সেই সব স্থান থেকে কলকাতায় তাঁদের থানায় তলব করা হয়েছে এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে রেখে জেরা করা হয়েছে।প্রতিহিংসা পরায়ণ সরকার কাঠগড়ায় তুলেছে সেবার কারিগরদের।

এই অসহায়তার মাঝে আবার একটি নির্বাচন। অভয়ার মা ঠিক করে নিলেন যে,তিনি বিজেপির হয়ে বিধানসভা নির্বাচনে লড়বেন। একজন বিচার না পাওয়া মা-বাবার যদি হারাবার কিছু না থাকে তখন একটি পক্ষ অবলম্বন করাই দস্তুর। রাজনৈতিক দল হিসাবে বিজেপি এখন কেন্দ্রে ক্ষমতায়,যদিও অভয়ার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করা বা কথা বলায় তাঁদের অনীহা আগেই প্রকাশ পেয়েছে, তবুও এই পক্ষ অবলম্বন করার মধ্যে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করে বিচারের আশায় হয়ত তাঁদের এই প্রবেশ! হতাশা আর এক বুক যন্ত্রণাকে পাথেয় করে চারিদিকের অসহায়তার মাঝে তাঁদের এই খরকুটো ধরে বেঁচে থাকার বাসনা। একটি গণতান্ত্রিক দেশে ভোটে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার বিধি সংবিধান স্বীকৃত। অভয়ার মা'র এই সিদ্ধান্তে সবাই সিলমোহর দেবেন না সত্য,সেখানে মতাদর্শ বা ভাবনার দৈন্য নিয়ে বিস্তর কথা চালাচালি অব্যাহত থাকবে সত্য-কিন্তু তাঁদের এ সিদ্ধান্তে কথা বলা নিয়ে আমাদের বিরত থাকাই শ্রেয়। হয়ত এ কথাও সত্য যে, তিনি জিতুন বা হারুন অভয়া সহ রাজ্যের মেয়েদের নিরাপত্তার দাবীতে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'র আন্দোলনের কোনো বিকল্প আজও তৈরি হয়নি। তাই অভয়া আজ আর শুধু তাঁদের একার নয়,আমাদের সবার। তাই এ আন্দোলন জারি থাকবে।

একটি বিকল্প সরকার গঠনের আন্দোলন কখনও একার হতে পারে না। তা যেমন তামান্নাদের তেমনই অভয়াদের আন্দোলন। রাজ্যে এই বিরল প্রজাতির সরকার থাকাকালীন বিচার অধরাই থাকবে।অভয়া আর তার মায়ের কোলে ফিরবে না। তামান্নাও ফিরবে না। কিন্তু অভয়া দেখে যেতে পারল না-তামান্নাও দেখে যেতে পারল না একটি রাজ্যকে সার্বিক ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর যে লড়াই শুরু হয়েছে আজ তাদের মা'ও সেই লড়াইয়ের সাথী। অভয়া আন্দোলনে পথে নামা মানুষজনের (লেখক নিজেও) অভয়ার মা'র এই সিদ্ধান্তে ব্যথিত হওয়ার প্রশ্নটি স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁদের বিরুদ্ধে একটি মাত্র অন্যমনস্ক শব্দ চয়নে নড়ে উঠবে দেওয়ালে টাঙানো অভয়ার ছবি। আজ সেই নীরবতাই ভোট যুদ্ধে সময়ের দাবী।

চর্চাবাসর ১১০

'কারচুপি' (Karchupi) শব্দটি ফারসি বা পার্সিয়ান (Persian) মূল থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে। এটি মূলত 'কারচুবি' (Karchubi) থেকে রূপান্তরিত, যার আদি অর্থ ছিল কাপড়ের ওপর নকশা তোলার সূক্ষ্ম কাজ। ফারসি 'কার' (কাজ) এবং 'চুপি' (নিভৃতে বা চুপি চুপি) মিলে এই শব্দ গঠিত, যা বর্তমানে কৌশল বা চালাকি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চোর তাড়াতে ডান্ডা রাখুন: সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে নির্বাচনী প্রচার ঘিরে ক্রমেই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ। ক্ষুদিরাম মাঠ সংলগ্ন বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে প্রচারে নেমে তৃণমূল কংগ্রেসের তীব্র আক্রমণ শানালেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সভা থেকে তিনি বিতর্কিত মন্তব্য করে বলেন, 'চোর বাড়ির কাছে এলে, গরম জল আর ডান্ডা রাখুন চোর তাড়াতে।' পাশাপাশি ভোটের দিন ইভিএমে ভোট দেওয়ার সময় 'ডান্ডা ব্যবহার করুন' বলেও ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর দাবি, তৃণমূলের উৎখাত করতে হলে সাধারণ মানুষকে একজোট হয়ে ভোট দিতে হবে। এদিনের ভাষণে তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাবের কারণেই বহু যুবক-যুবতী অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাচ্ছেন।' তবে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে দুর্গাপুরকে শিল্প করিডর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, 'এরফলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলবে এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।' দুর্গাপুর পশ্চিমের তৃণমূল প্রার্থীকে আক্রমণ করে সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'এই ধরনের প্রার্থীদের ভোট দিলে সাধারণ মানুষের কোনও উন্নতি হবে না, বরং কয়েকজনই লাভবান হবেন।'

উত্তরপাড়ায় আক্রান্ত মহিলা, ধৃত প্রোমোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেস চলাকালীন বাড়ির তালা ভেঙে ঘরে ঢোকার অভিযোগ। মার, পাল্টা মারের অভিযোগ। দুপক্ষের একজন করে উত্তরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মহিলাকে মারধরে গ্রেপ্তার প্রোমোটার। উত্তরপাড়া পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে লরেন্স স্ট্রিট এলাকার ঘটনা। ঘটনাস্থলে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অভিযুক্ত প্রমোটার মনোজ মালু জানান, 'ওই এলাকায় একটি বাড়িকে প্রমোটিং করা নিয়ে ইতিমধ্যে কেস চলাকালীন এক মহিলা দলবল নিয়ে এসে বাড়ির তালা ভেঙে ঘর দখল নেওয়ার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে আমার লোকেরা বাঁধা দিলে ওই মহিলা লোহার রড দিয়ে আমার এক কর্মীর মাথা ফাটিয়ে দেয়, আমাকেও মারধর করা হয়। এরপর আমরা উত্তরপাড়া থানায় আসি অভিযোগ করতে।' যদিও পাল্টা অভিযোগে অভিযুক্ত মহিলা জানান, 'এই এলাকার কিছু জমি মাফিয়া তাঁর বাড়ি দখল নেওয়ার চেষ্টা করছে, আমাকে দলবল নিয়ে প্রমোটার মারধর করে।'

'বিবেচনাধীন' তকমা ঘুচল শতায়ু পার শেখ ইব্রাহিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘ অনিশ্চয়তার অবসান। শেষ পর্যন্ত 'বিচারাধীন' তকমা ঘুচে বৈধ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন শতায়ু পার করাপূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের বাসিন্দা শেখ ইব্রাহিম। শুধু তিনি নন, তাঁর দুই পুত্র ও পুত্রবধূর নামও সাপ্লিমেন্টারি (অতিরিক্ত) ভোটার তালিকায় বৈধ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে গোটা শেখ পরিবার। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে এখন তারা আগ্রহী।

জামালপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বত্রিশখিরা গ্রামের বাসিন্দা শেখ ইব্রাহিম স্থানীয় ১৩৮ নম্বর বুথের দীর্ঘদিনের ভোটার। তাঁর দাবি, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই তাঁর জন্ম। জীবনে বহু নির্বাচনেই তিনি ভোট দিয়েছেন। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও গ্রামবাসীদের কাছে তিনি অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। সম্প্রতি বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হলে গত ২৯ জানুয়ারি তাকে ব্লকের বিডিও অফিসে শুনানির জন্য হাজির হওয়ার নোটিশ পাঠানো হয়। 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি'র উল্লেখ থাকায় বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়। পরে কমিশনের প্রতিনিধিরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে নথি যাচাই করেন। তবুও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তাঁর নাম 'বিবেচনাধীন' হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এতে ভেঙে পড়েন শতায়ু এই প্রবীণ। তিনি আক্ষেপ করে জানান, স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরও কেন তাঁকে 'বিবেচনাধীন' করা হল, তা তার বোধগম্য নয়। তাঁর ছেলেরাও এই ঘটনাকে 'অমানবিক' বলে কটাক্ষ করেন। তবে অবশেষে সোমবার রাতে প্রকাশিত সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকায় মিলেছে স্বস্তি। সেখানে শেখ ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বৈধ ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার নিজের বাড়িতে বসে শেখ ইব্রাহিম বলেন, 'আমি স্বাধীনতা আন্দোলন দেখেছি, দেশ স্বাধীন হতেও দেখেছি। এত বয়সে এসে নিজের নাম 'বিচারাধীন' দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তবে নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত সঠিক বিচার করেছে, এতে আমি খুশি।' তাঁর ছেলে শেখ রাইহান উদ্দিন ও শেখ আরেফুল ইসলাম জানান, 'বাবার বয়স ১০৪ বছর। তাঁর মতো একজন প্রবীণের নাম 'বিবেচনাধীন' হওয়া আমাদের কাছে অসম্মানের ছিল। তবে এখন আমরা ন্যায় বিচার পেয়েছি।' এই প্রসঙ্গে জামালপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ভূতনাথ মালিক বলেন, 'একজন প্রবীণ নাগরিককে এতদিন দুশ্চিন্তায় রাখা ঠিক হয়নি। শেষ পর্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমরা খুশি।' সব মিলিয়ে দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর ভোটাধিকার ফিরে পেয়ে নতুন করে আশার আলো দেখছেন শতায়ু শেখ ইব্রাহিম ও তাঁর পরিবার।

বারাসাতের ৭টি আসনেই জয় নিয়ে আশাবাদী কাকলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: 'বারাসাত সাংসদীয় এলাকার ৭টি বিধানসভা আগেও তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল, এবারেও তাই থাকবে। আমরা ৭টি আসনেই জয় পাব।' বলে দাবি করলেন সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বুধবার বিকেলে বারাসাত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বারাসাতের সাংসদ প্রার্থীদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। সেখানেই ২০২৬-এর বিধানসভার রণকৌশল কী হবে তা ব্যাক্ষা করা হয়। বৈঠকে ছিলেন রথীন ঘোষ, জেলা মহিলা সভানেত্রী মিনু দাস চক্রবর্তী-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের সকল শাখা সংগঠন পদাধিকারী ও প্রার্থীরা। কাকুলি এদিন আরও বলেন, 'বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন যতই কৌশল করুক না কেন মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও জোড়াফুল চিহ্নেই ভোট দেবেন। ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা মাত্র।' রথীন ঘোষ বলেন, 'আগামী দিনে সকলেই নিজের নিজের কেন্দ্রে প্রচারে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তাই এদিন ভোট সংক্রান্ত বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল।' পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের খসড়া তালিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যা করছে তাতে বহু মানুষ এবার ভোট দিতেই পারবে না। এটা গণতন্ত্রের অপমান।'

SBI ব্যান্ডেল শাখা (কোড ১০৪২৬)
"আনন্দ ভবন", ব্যান্ডেল মোড়, জিটি রোড, কলকাতা বাজারের উপরে, পো - ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পিন- ৭১২১২৩ মো. এবং হোয়াটসঅ্যাপ নং ৯৬৭৪৭১৩৮৫৫
ই-মেইল : sbi.10426@sbi.co.in
পাবলিক নোটিশ

মূল স্বত্ব দলিল নং আই-০৬০১-০২২৮০/২০২০, সম্পত্তি শ্রী দয়ানন্দ ঝা এবং শ্রীমতি পদ্মা দেবী এর নামে হারিয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে।
নিম্নস্বাক্ষরকারী সাধারণের অবগতির জন্য জানাচ্ছেন যে, উক্ত **স্বত্ব দলিল নং আই-০৬০১-০২২৮০/২০২০, শ্রী দয়ানন্দ ঝা এবং শ্রীমতি পদ্মা দেবী এর নামে,** নিবাস বেনেপুকুর, মানুশপুর, পো-মানুশপুর, ব্যান্ডেল, জেলা -হুগলি, পব -৭১২১২৩, যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর চুঁচুড়া, পাওয়া যাচ্ছে না এসবিআই ব্যান্ডেল শাখার হেফাজত থেকে ১৮.০২.২০২৩ তারিখ থেকে। উক্ত দলিলের স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে **চুঁচুড়া থানায়** এক জেনারেল ডায়েরি **উল্লেখ্য জিডিই নং ৬২৯ তারিখ ২০.০৩.২০২৬** দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি/দলিল বিষয়ে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং /বা স্বার্থ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।
তারিখ : ২৬.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : ব্যান্ডেল — এসবিআই, ব্যান্ডেল শাখা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৪০, আশুতোষ মুখার্জি রোড
ভবানীপুর, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৫

নোটিশ
সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, হস্তান্তর স্বত্ব দলিল- ধনলক্ষ্মী মার্বেল এর নামে, বন্ধকদত্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের, ভবানীপুর শাখার নিকট ঋণ সুবিধার জন্য -পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমরা ভবানীপুর থানায় ৩২৭১৬০০৫০৭২৬০০০০৬ তারিখ ১১.০৩.২০২৬ দায়ের করেছি।
সাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্কিত করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি কোনওভাবেই কোনওরূপ লেনদেন-যেমন স্বত্ব, অধিকার স্বার্থ সৃষ্টি না করতে।
স্থান : কলকাতা — স্বা/-
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬ — ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ভবানীপুর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৪০, আশুতোষ মুখার্জি রোড
ভবানীপুর, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০২৫

নোটিশ
সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, হস্তান্তর স্বত্ব দলিল- ক্যাড কলেকশন, গ্রাহকের নাম - রজত দত্ত কর্তৃক, বন্ধকদত্ত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট, ভবানীপুর শাখার নিকট ঋণ সুবিধার জন্য -পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমরা ভবানীপুর থানায় ৩২৭১৬০০৫০৭২৬০০০০৫ তারিখ ১১.০৩.২০২৬ দায়ের করেছি।
সাধারণের উদ্দেশ্যে সতর্কিত করা হচ্ছে উক্ত সম্পত্তি কোনওভাবেই কোনওরূপ লেনদেন-যেমন স্বত্ব, অধিকার স্বার্থ সৃষ্টি না করতে।
স্থান : কলকাতা — স্বা/-
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬ — ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ভবানীপুর, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল
কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং : (০৩৩) ৬৬৫৫ ৭৮৪৮

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ **২০.১২.২০২৫ তারিখে** ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতাগণের আইনি উত্তরাধিকারীগণ **হিমালয় গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা) এবং মধুমিতা গাঙ্গুলি (সহ-ঋণগ্রহীতা)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,০৭,১৫০.০৬ টাকা (কুড়ি লাখ সাত হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা এবং ছয় পয়সা) ১১.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)** এবং **১০.০৯.২০২৫** থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২০ মার্চ ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাগণ/ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **২০,০৭,১৫০.০৬ টাকা (কুড়ি লাখ সাত হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা এবং ছয় পয়সা) ১১.০৯.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ)** এবং **১০.০৯.২০২৫** থেকে কার্যকর ভাবে পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতাগণ/ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্ব দলিল নং আই-০৬২১-০২৩৬৪/২০২১, রেজিস্ট্রিকৃত তারিখ ১২.০৫.২০২১ দ্বারা বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৫, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৬৭১ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া কমবেশি ৮০৬ বর্গফুট ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ৩য়তলে, উত্তর পশ্চিম দিকে, দুই বেড রুম, এক ডাইনিং,এক কিচেন, এক ব্যালকনি, দুই টয়লেট উক্ত ভবনে পরিচিত অরোভিলে, অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ জমির পরিমাপ কমবেশি ৪ কাঠা ৬ ছটাক ২৬ বর্গফুট, আরএস প্লট নং ২৭৮৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৩১, এলআর প্লট নং ৬০৮৯, এলআর খতিয়ান নং ৮৬৬৪ এবং ৮৩৩৭ এবং বাস্তু জমি পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক ১০ বর্গফুট , আরএস প্লট নং ২৭৮৮, আরএস খতিয়ান নং ৩৩১, আরএস প্লট নং ২৭৮৮ আরএস খতিয়ান নং ৩৩১, এলআর প্লট নং ৬০৮৯, এলআর ৬৮৮৪ এবং ৩১৬৬, অবস্থিত মৌজা - কোন্নগর, জেএল নং ৭, পো কোন্নগর, থানা-উত্তরপাড়া পুরসভা হোল্ডিং নং ৬১, অরবিন্দ রোড, কোন্নগর পুরসভা ওয়ার্ড নং ১৪, জেলা-হুগলি। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা। **দক্ষিণে :** সিঁড়ি এবং লিফট। **পূর্বে :** ফ্ল্যাট নং ২০৪। **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিষ্ণুপদ মিত্র এর সম্পত্তি। **দক্ষিণে :** অরবিন্দ রোড। **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং বিমল বাবুর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** মণিবাটী লেন।
তদস্থিত একতলা নির্মাণ এবং সংস্থাপন বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।
তারিখ : ২০.০৩.২০২৬ — স্বা/-
স্থান : কোন্নগর, জেলা - হুগলি (পব) — অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI হোম লোন সেন্টার কলকাতা
"অবনী হাইট", ৫৯এ, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০০২০
ঠিকানা : মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন - রবীন্দ্র সদন,
এক্সাইড বিল্ডিং এর কাছে, ই-মেইল : sbi.04490@sbi.co.in
ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ : নাম : সঞ্জয় কুমার রাম, মোবাইল নং ৯৬৭৪৭১০৮৬২, ই-মেইল-sbi.04490@sbi.co.in

বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়যোগ্য যানবাহনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রক্রিয়া (পরিশিষ্ট - ১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় ০৪.০৪.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ।
প্রাক-দরপত্র ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ : "আগ্রহী দরদাতাগণ ০৪.০৪.২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দিতে পারবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তি এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য হালনাগাদ করার পরেই দরদাতার অ্যাকাউন্টে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা করা হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় আগে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ০২.০৪.২০২৬, সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক / মর্টগেজ / চার্জকৃত নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রাপ্য সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে) বাদ দিয়ে, বকেয়া অর্থ, তার উপর সুদ এবং অন্যান্য খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি আদায়ের উদ্দেশ্যে ০৪.০৪.২০২৬ তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	প্রস্তাবক এজেন্ট ফোন নং
মেক এবং মডেল : SKODA VW VENTO TSI AT HIGHLINEPLUS অ্যাকাউন্ট নং : ৪২০৬৬১৬৫২৯৪ রেজিস্ট্রেশন নং : WB 20BS9649 ইঞ্জিন নং : DSH033575 চেসিস নং : MEXG21604MT152199 মালিক : শ্রীমতি অনিতা সিকদার নির্মাণ বর্ষ : ২০২৩	৬,৮০,০০০ টাকা জিএসটি সহ -এর কমে সম্পত্তি বিক্রি হবে না	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ৬৮,০০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০০০ টাকা,	মা ছিন্নমস্তা এনফোর্সমেন্ট সলিউশন, ফোন নং : ৯১৬৩০০৬১৩১
মেক এবং মডেল : RENAULT INDIA PVT LTD/ RENAULT KIGER RXL অ্যাকাউন্ট নং : ৪৩৭০৫৯৩৩৭৬৫ রেজিস্ট্রেশন নং : 25BH 7402A ইঞ্জিন নং : D4DF424E117367 চেসিস নং : MEEHBC007RC120842 মালিক : সম্রাট গুপ্ত নির্মাণ বর্ষ : ২০২৫	৪,৩৫,৩৭২ টাকা জিএসটি সহ -এর কমে সম্পত্তি বিক্রি হবে না	সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ৪৩,৫৩৭ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ১০০০ টাকা	কুমার অ্যাসোসিয়েটস ফোন নং : ০৮৪৪৩৮৩৭৬২৩

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.baanknet.com এই লিঙ্কটি দেখুন।
তারিখ : ২৬.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Karur Vysya Bank দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ,
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ -কলকাতা
১৫ বন্ডেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ,
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯
যোগাযোগ নং : ০৩৩-২২৯০০৭৫২, ইমেল : head.arbkolkata@kvbmail.com
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ ২১.০৪.২০২৬

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদার, দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, কলকাতা, এন এস রোড শাখার কাছে বন্ধক/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার কার্যকরী দখল দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার দ্বারা গৃহীত হয়েছে, **২১ এপ্রিল ২০২৬** তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৩০,৭৪,৮১,৮৮৬.৬০ টাকা** (তিরিশ কোটি চুয়াত্তর লাখ একাশি হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা এবং ষাট পয়সা) ২৮.০২.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং ০১.০৩.২০২৬ থেকে আইন অনুসারে প্রদেয় দ্য করুর বৈশ্য ব্যাংক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক **(১) মেসার্স আঁচল কালেকশন লি. (ঋণগ্রহীতা)** এর ডিরেক্টরগণ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী : **শ্রী সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল, শ্রীমতী ববিতা বাগ্গা এবং শ্রী সুরেশ কুমার গর্গ,** রেজিস্টার্ড অফিস : ই-৪০৩, এসডিএফ-৫, পরিধান গার্মেন্ট পার্ক, ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, কলকাতা - ৭০০০১৫ পশ্চিমবঙ্গ **২) শ্রী মনোজ গোয়েল (জামিনদাতা)** এডি-২৩৫, সেক্টর ১, সিসি ব্লক, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪ পব এবং **৩) শ্রী মুকেশ গোয়েল (জামিনদাতা)** এডি-২৩৫, সেক্টর ১, সিসি ব্লক, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪ পব কাছ থেকে আদায় করা হবে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং সংরক্ষিত মূল্য
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মডিউল/মডিউলস নং ই-৪০৩, পরিমাপ আনুমানিক ৫৬০৮.৬৮৪৯ বর্গফুট অর্থাৎ ৫২১ বর্গ মিটার কমবেশি অবস্থিত ৪র্থতলে, এসডিএফ ৫ ভবনে, কামার্শিয়াল কমপ্লেক্স নাম পরিধান গারমেন্ট পার্ক, এবং জমির যথাযথ ভাগ অংশ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ই-১১, ভবনে অবস্থিত ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৫৭, বরো নং ৭, থানা- তিলজলা,কলকাতা-৭০০০১৫।
(লিজ অধীন সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ)	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
৪,৬৬,০০,০০০ টাকা	৪৬,৬০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মডিউল/মডিউলস নং ই-৫০৩, পরিমাপ আনুমানিক ৫৬০৮.৬৮৪৯ বর্গ পুট অর্থাৎ ৫২১ বর্গ মিটার কমবেশি অবস্থিত ৫মতলে এসডিএফ ৫ ভবনে, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স নাম পরিধান গারমেন্ট পার্ক, জমির যথাযথ ভাগ অংশ এবং ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং ই-১২, ভবনে অবস্থিত ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৫৭, বরো নং ৭, থানা -তিলজলা, কলকাতা - ৭০০০১৫।
(লিজ অধীন সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত)

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ)	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ
৪,৬৬,০০,০০০ টাকা	৪৬,৬০,০০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

(২০০২ সালের সারফেসি আইন এর অধীনে ডব্লুবিআইডিসি (www.wbidc.com) অনুমতি পত্র অনুযায়ী নিলামের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ডব্লুবিআইডিসি প্রতীতি অনুযায়ী পরিধান গারমেন্ট পার্কের জন্য)

সম্পদের পর্যবেক্ষণ	**২৭.০৩.২০২৬ থেকে ২০.০৪.২০২৬** সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।
আবেদন ফর্ম এবং অনলাইন টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	তারিখ : **২০.০৪.২০২৬।** সময় : বিকেল ৫ টা।
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	পোর্টাল https://bankauctions.in মাধ্যমে ২১.০৪.২০২৬ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত বিক্রয় চলাকালীন অসীমায়িত ১০ মিনিটের প্রতিটি সম্প্রসারণ সাপেক্ষে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	অ্যাকাউন্ট নং ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩, আইএফএসসি কোড : কেভিবিএল০০০১১০১। অ্যাকাউন্ট নাম : বিড কালেকশন এ/সি - সারফেসি এর, ই-নিলাম প্রক্রিয়া : অ্যাকাউন্টের নাম।
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	কলকাতা এআরবি- শ্রী সমীর ঘোষ (৬৩৮২৩৭৩৬৮২), বড় বাজার শাখা - অভিষেক চ্যাটার্জি (৯০৮০৯৭৭৭৫৩)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংক/সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে অর্থাৎ https//www.kvb.bank.in/property-under-auction/ -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি এবং পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েব পোর্টাল https//bankauctions.in দেখুন।
বিধিবদ্ধ ১৫ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) অধীনে
এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।
তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬ — অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা — দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

IDBI BANK আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এজিএম রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯ এবং ০৩৩৬৬৫৫৭৭৪৬, মোবাইল নং - ৯১ ৭৬৯৬০২০২১৯
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838
পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসাবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪)-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর ৩ নং বিধির সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিপরীতে উল্লিখিত তারিখে দাবি নোটিশ জারি করেছি, যাতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদেরকে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবি নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ, তার উপর আরোপিত অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জসহ পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৮ নং বিধির সাথে পঠিত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪)-এর অধীনে তাকে/তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, পরবর্তীতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।
বিশেষত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করেন এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে যেকোনো লেনদেনের জন্য আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থসহ অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং চার্জ আরোপ করবে।
ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ২০০২ সালের আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণ গ্রহীতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
১	শামিম আলম (ঋণগ্রহীতা) এবং নিখাত বানো (সহ ঋণগ্রহীতা)	১. ৩০.১২.২০২৫ ২. ২৫.০৩.২০২৬ ৩. ২৫,৮৮,৫৮৯.০০ টাকা (পঁচিশ লাখ অষ্টআশি হাজার পাঁচশ উননব্বই টাকা) ১২.১২.২০২৫ অনুযায়ী (০৯.০৯.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট, ৩ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা লিভিং রুম, ১ কিচেন রুম, ২ বাথ তথা প্রিভি পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ১০৩৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মোজাইক মেঝে সহ অবস্থিত উত্তর দিকে দোতলায় ভবনের জমির পরিমাপ এরিয়া ০৬ কাঠা ০৬ ছটাক কমবেশি তদস্থিত তিনতলা ভবন (জি-২) প্রেমিসেস নং ১৫, মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোড, (পূর্বতন পরিচিত ১৫ এবং ১৫/১ নর্থ রেঞ্জ হিসেবে), থানা - বেনিয়াপুকুর, কলকাতা -৭০০০১৭, পুরানো হোল্ডিং নং ৭৫, ডিভিশন-৪, সাব ডিভিশন এ, ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম, তৌজি নং ২৮৩৩, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস, শিয়ালদহ, জেলা রেজিস্ট্রি অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ওয়ার্ড নং ৬১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খ্রিস্টান সিমেট্রি/কবরখানা। দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১৫এ, মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোড এবং পরে মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোড। পূর্বে : প্রেমিসেস মডার্ন হাই স্কুলের। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রোড এবং পরে প্রেমিসেস নং ১৩এ, মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী রোড। দলিল নং ১-১৬০৬০৩৯০৩/২০১৭, সম্পত্তি শামিম আলম এবং নিখাত বানো এর নামে।

তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬ স্থান : বেনিয়াপুকুর কলকাতা — স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পাণ্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৪.২০২৬
সময়: ২৪০ মিনিট সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.০৪.২০২৬** তারিখে **১৯,০৮,০৭,৮৫৬/- টাকা** ১৭.০৪.২০২৩ অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স পি.টি.এস লিমিটেড এবং জামিনদারগণ: (১) শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল,** পিতা- শ্রী রাম নিবাস গোয়েল, **(২) শ্রীমতী পূজা গোয়েল,** পিতা- শ্রী ভোলা রাম কেডিয়া, **(৩) শ্রী রাম নিবাস গোয়েল** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	আসাম রাজ্যের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গুয়াহাটি-১৯, কাহিলিপাড়া, জনক নগর, রোদালি পার্কের পাট্টা নং ৮৮(পুরাতন)/১৫১২(নতুন)-এর দাগ নং ৪৫৯(পুরাতন)/২৯৬২(নতুন) ভুক্ত মৌজা- বেলতলা, গ্রাম- ওদালবাকরা-য় অবস্থিত **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামীয় ৪৬০০ বর্গফুট পরিমাপের এবং ২০১৬ সালের ৮৯৬২ নং বিক্রয় দলিলভুক্ত** খালি জায়গার ওপর নির্মিত 'কোহিনূর ক্লাসিক', ব্লক- এ-এর ৪র্থ ফ্লোরে অবস্থিত ৪বি নং ফ্ল্যাট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। এর সাথে গ্রাউন্ড ফ্লোরে চারটি গাড়ি রাখার ঢাকা জায়গা অন্তর্ভুক্ত। **ভবনটির চতুঃসীমা হলো:-** উত্তর- রাজেন গোহাইনের জমি, দক্ষিণ- হরেশ্বর ডেকার জমি, পূর্ব- উহাট কামালুর জমি, পশ্চিম- ২৩ ফুট চওড়া রাস্তা। **সম্পত্তি আইডি : SBIN00588485301**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ১,২৪,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ১২,৪০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ- সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: **১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত।** **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট https://bank.sbi/web/sbi-in-the-news/auction-notices, https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices এ দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন। (*) নির্দিষ্ট এই অকশনের জন্য তৈরি করা লিঙ্ক: https://baanknet.com/eauction-psb/x-login সহায়তার জন্য- support.BAANKNET@psballiance.com দেখুন।
তারিখ: ২৬.০৩.২০২৬ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ-২, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং', ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ই-মেইল: sbi.18192@sbi.co.in
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত অফিসারের বিবরণ: নাম: সুরেশ চন্দ্র পাণ্ডা, ই-মেইল আইডি: clo1.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল: ৯৮১০৫৬২৮০৩
সি.ও.- সুস্মিতা পাইক, মোবাইল: ৯১২৩৮৫৪৩২০

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) তে বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
সিকিউরিটাইজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট(এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) বন্দোবস্ত অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৩.০৪.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) -কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধক/ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তির বাস্তবিক দখলদারী গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩.০৪.২০২৬** তারিখে **৫৮,৫৫,৮১,২৭৪.০০ টাকা দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২৭.০৩.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, চার্জ, ব্যয় খরচ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা ঋণগ্রহীতা **মেসার্স পূজা টাইলস অ্যান্ড স্যানিটারি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা)** এবং **মনোজ কুমার গোয়েল, পূজা গোয়েল (জামিনদার)** -এর বকেয়া আছে সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে।

ক্র. নং	সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ই-অকশনের বিশদ
১	একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ইউনিট নং ১সি, ১ম ফ্লোর, বালাজী পয়েন্ট, আঠগাঁও, গুয়াহাটি -৭৮১০০১ (শহর), ৭৭৫ বর্গফুট পরিমাপের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ও একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার রয়েছে ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর যার দাগ নং ৫৫৫ কে.পি. পাট্টা নং ১৪৫ গ্রাম-সহ গুয়াহাটি, পার্ট-১, আঠগাঁও, মৌজা- গুয়াহাটি আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার মৌজার আওতাধীন এবং, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে বিক্রয় দলিল নং ৬৪৫/২০১৪।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৭৬,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৭,৬০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। **সম্পত্তি আইডি : SBIN203950003** ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টে পর্যন্ত **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
২	কোহিনূর রেসিডেন্সি, ভাগদুত্তপুর, কাহিলিপাড়া, গুয়াহাটি, ৭৮১০১৯, (শহর) ১ম ফ্লোরে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং ১ ডি২ এবং ১এফ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মোট পরিমাপ- ১৫৮৬.৬৫ বর্গফুট (কার্পেট এলাকা) এবং ১৭.২৬ পরিমাণ জমির উপর ৪.৫ লেচা মোট বা তার কম জমির আনুপাতিক পরিমাণ ১ বিঘা ১ কাঠা ৯ লেচা সমতুল্য,আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার উদালবাকরা, মৌজা - বেলতোলা গ্রামের কে.পি. পাট্টা নং ৭/১১০ (পুরানো), ১৩৯(নতুন) দাগ নং ৪৭৫ (পুরাতন), ২৫৯০ (নতুন) দ্বারা আচ্ছাদিত **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের নামে বিক্রয় দলিল নং ৫০২/২০১০**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৬৬,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৬,৬০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। **সম্পত্তি আইডি : SBIN203950014** ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টে পর্যন্ত **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৩	কে.পি. পাট্টা এর দাগ নং ৫৫৫ এর আওতাধীন ২ (দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর কমবেশি ৭৪১ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া সহ ১ম ফ্লোরে একটি বাণিজ্যিক স্থান/ইউনিট নং ১ ডি এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ২(দুই) কাঠা ১০ (দশ) লেচা জমির উপর ১ (এক)টি গাড়ি পার্কিং স্পেস এবং ০.২৭ একর জমির অবিভক্ত আনুপাতিক এলাকার শেয়ার সহ , পাট্টা নং ১৪৫ এর দাগ নং ৫৫৫, গ্রাম- সাহার গুয়াহাটি, পার্ট-১, আটগাঁও, গুয়াহাটি মৌজার অন্তর্গত , কামরূপ (মেট্রো), আসাম, **বিক্রয় দলিল নং ৬৪৪/২০১৪ শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৭২,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৭,২০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ১,০০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। **সম্পত্তি আইডি : SBIN203950005** ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টে পর্যন্ত **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৪	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি ৩এন, ব্লক বি, তৃতীয় ফ্লোর, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর), পরিমাপযোগ্য মোট পরিমাপ- ১৩৮৬ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্পেস সহ আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির জমির মধ্যে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজ কুমার গোয়েল এর নামে বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৫/২০১১**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৯,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৩,৯০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। **সম্পত্তি আইডি : SBIN203950006** ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০ টে পর্যন্ত। **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৫	আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি- ৩এস, তৃতীয় ফ্লোর, ব্লক বি, লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, ধারাপুর, গুয়াহাটি, ৭৮১১৩৩, (আধা-শহর) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল ,মোট পরিমাপ - ১৩৮৬ বর্গফুট, ব্লক ডি-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি গাড়ি পার্কিং স্থান সহ, আসামের কামরূপ (মেট্রো) জেলার গ্রাম - ধারাপুর, মৌজা - রামচরণীর অধীনে কে.পি. পাট্টা নং ১৮৮-এর দাগ নং ৮৩৯-এর আওতাধীন মোট ২ বিঘা, ২ কাঠা এবং ১ লেচা জমির উপর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ, **শ্রী মনোজকুমার গোয়েল এর নামে বিক্রয় দলিল নং ৭৫৪৭/২০১১।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৯,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৩,৯০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। **সম্পত্তি আইডি : SBIN203950011** ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টে পর্যন্ত **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**
৬	**পার্ট-১ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ৬৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৮ (২ কাঠা ৫ লেচা) এবং ৮০৯ (২ কাঠা ৮ লেচা) দাগের প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ৪ কাঠা ১৩ লেচা, যার **বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৯/২০১৪ এবং মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** **পার্ট-২ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ৯৮-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮১৫-এর একটি বাণিজ্যিক প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ১ কাঠা ১৪ লেচা, যার **বিক্রয় দলিল নং ১৪৫০/২০১৪ এবং মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।** **পার্ট-৩ :** আসাম রাজ্যের কামরূপ (গ্রামীণ) জেলার গুয়াহাটি- ৭৮১০৩১-এর অন্তর্গত মৌজা- শিলা সিন্দুরী ঘোপা, রেভিনিউ ভিলেজ- শিলা-র গৌরীপুরস্থ ব্রহ্মপুত্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে অবস্থিত কে.পি পাট্টা নং ১৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত দাগ নং ৮০৭ (৩ কাঠা ১৩ লেচা) এবং ৮১১ (৩ কাঠা ১০ লেচা)-এর অফিস ভবনসহ একটি বাণিজ্যিক প্লট সম্বলিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। মোট জমির পরিমাণ- ১ বিঘা ২ কাঠা ৩ লেচা, যার **বিক্রয় দলিল নং ১৪৪৮/২০১৪ এবং মালিকানা শ্রী মনোজ কুমার গোয়েলের।**	**১. সংরক্ষিত মূল্য: ৩৬,৫০,০০,০০০/- টাকা** **২. ইএমডি : ৩,৬৫,০০,০০০/- টাকা** **৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ: ৫০,০০০/- টাকা** ৪. দায়বদ্ধতার বিবরণ: সোসাইটির বকেয়া, বিদ্যুৎ, হোল্ডিং ট্যাক্স ইত্যাদি। **সম্পত্তি আইডি : SBIN203950027** ৫. পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: ১০.০৪.২০২৬ সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩.০০টে পর্যন্ত **দখলের ধরন : বাস্তবিক দখল**

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-অকশন এর জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com/eauction-psb/x-login দেখুন।
তারিখ: ২৬.০৩.২০২৬ — কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে — অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

২৮ মার্চ রঘুনাথপুর মহকুমায় জোড়া সভা করবেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত পুরুলিয়া জেলা। জেলার মোট ৯টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে গত বারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭টি ও তৃণমূল ৩টি আসনে জয়লাভ হয়েছিল। মূলত জেলার রঘুনাথপুর মহকুমার তিনটি আসনেই বিজেপি তৃণমূলকে পরাস্ত করে রঘুনাথপুর মহকুমা থেকে তৃণমূলকে উৎখাত করেছিল। রঘুনাথপুর মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র রঘুনাথপুর, কাশীপুর ও পাড়া তিনটি কেন্দ্রেই তৃণমূল বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হয়েছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে মূলত পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমার সেই তিনটি বিধানসভা কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যেই দলনেত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ২৮ মার্চ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর মহকুমায় দুটি নির্বাচনী সভা করতে প্রচারে আসছেন। ওই দিন তিনি রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত নিতুড়িয়া ব্লকের ইনানপুরের হাট ময়দানে ও কাশীপুর বিধানসভার অন্তর্গত কাশীপুর সেবাব্রতী ময়দানে জনসভা করবেন। জনসভা শেষে তিনি পুরুলিয়ায় রাত্রিবাস করবেন ও দলের নেতৃবৃন্দদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন। পরের দিন তিনি পুরুলিয়ার মানবাজার বিধানসভায় রোড শো করবেন। এদিকে রঘুনাথপুর ও কাশীপুর বিধানসভা এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে তৃণমূলের নেতা, কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে।

রঘুনাথপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী হাজারি বাউড়ি জানান, 'নির্বাচনের আগেই বিজেপি তো হেরে গিয়েছে। গতবারের নির্বাচনে জয়ী হয়েও বিজেপির বিধায়ক মানুষের কাজ করতে পারেননি বলে রঘুনাথপুরের বিধায়ককে টিকিট দেওয়া হয়নি। সেটা সকলেই বুঝতে পারছেন। আমরা সবসময় মানুষের সাথে মানুষের পাশে আছি। এমন একটাও পরিবার নেই যারা তৃণমূল সরকারের কোন না কোন প্রকল্পের সুবিধা পায়নি। তাই এবার ক্ষমতায় তৃণমূল আসবে।' অন্যদিকে, কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, 'কাশীপুরে বিজেপির বিধায়ক কোনও কাজ না করলেও তৃণমূল সরকারের সময়েই কাশীপুরে একাধিক স্টেডিয়াম, পর্যটন কেন্দ্র, ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে। মিটেছে পানীয় জলের সমস্যা। গড়ে উঠেছে মহিলা ফুটবল অ্যাকাডেমি। তাই ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল খুব সামান্য ভোটে পরাজিত হলেও লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে তৃণমূল বিজেপির থেকে ১৮৫০টি বেশি ভোটে এগিয়ে যায়। এবারে সেই ব্যবধান আরো বাড়বে।' যদিও কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিজেপির বিধায়ক তথা এবারেও বিজেপির প্রার্থী কমলাকান্ত হাঁসদা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়েছে। আর সেই টাকা মানুষের উন্নয়নে কাজে না লাগিয়ে তৃণমূল সেই টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে। শিক্ষাকেন্দ্রে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। মানুষ সব দেখেছে। এবারের নির্বাচনে তার জবাব দেবে।'

সন্দেশখালিতে অভিষেকের জন্য প্রস্তুতি তৃণমূল নেতৃত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: আগামী ২৯ মার্চ, সন্দেশখালি বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন। সন্দেশখালির পূণ্যভূমিতে তাঁর এই আগমনকে সফল করে তুলতে বুধবার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক মিটিং তথা প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আসন্ন জনসভাকে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক প্রস্তুতি প্রশাসনিক সমন্বয়-সহ বিভিন্ন দায়িত্ব বণ্টন, কর্মসূচির বিস্তারিত রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং সর্বস্তরের কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া হয়। এদিন মাঠ পরিদর্শন করেন বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বুরাহলুল মুকাদ্দেম লিটন কো-অর্ডিনেটর সুরজিৎ মিত্র, সন্দেশখালির প্রাক্তন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক, সবিতা রায়, মিঠু দে, মোসলেম শেখ, সন্দেশখালির এবারের তৃণমূল প্রার্থী ঝরনা সরদার-সহ নেতৃত্বরা। মাঠে কোন জায়গা মঞ্চ তৈরি হবে, কোন কোন দ্বীপ থেকে লোক কিভাবে এই মাঠে প্রবেশ করবে, মাঠের গ্রাউন্ড জিরো এসে তাঁরা পরিদর্শন করেন। কত মানুষের সমাগম হবে, সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জেলা সভাপতি বলেন, 'প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এই মাঠে আসবেন। মিনাখাঁ, হিঙ্গলগঞ্জ, হাড়োয়া, বসিরহাট-সহ একাধিক বিধানসভা থেকে কর্মী, সমর্থকরা এসে এই জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন এবং সভাপতি সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কি নির্দেশ দেয় বিধানসভা নির্বাচনের সেই বার্তা নিয়ে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন নির্বাচনের জন্য।'

শান্তিপূর্ণ ভোটে নজর

আরামবাগে কড়া নজরদারিতে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট ঘোষণা হতেই কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে আরামবাগ মহকুমাকে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা, অশান্তি বা আইনশৃঙ্খলার অবনতি না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে জেলা পুলিশ প্রশাসন সর্বস্তরে নজরদারি আরও জোরদার করেছে। ইতিমধ্যেই মহকুমার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও প্রবেশপথে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

এই মহকুমার অন্তর্গত চারটি থানার প্রতিটি এলাকাতেই ওসি ও আইসিদের নেতৃত্বে কড়া টহলদারি চলছে। দিন-রাত নিরবচ্ছিন্নভাবে পুলিশের গাড়ি বিভিন্ন রুটে ঘুরে ঘুরে নজরদারি চালাচ্ছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও সংযোগস্থলগুলিতে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে জোরকদমে। প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে এবং যাত্রীদের পরিচয় যাচাই করা হচ্ছে। সন্দেহজনক কিছু নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ। গোঘাটের সামন্ত খন্ড চেকপোস্ট থেকে শুরু করে খাটুল চেকপোস্ট, আরামবাগ শহরের পল্লিশ্রী মোড়, নৈশড়াই এলাকা সব জায়গাতেই চলছে এই কড়া নজরদারি। একইভাবে খানাকুল ও পুরশুড়া থানার পুলিশও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় নাকা চেকিং চালিয়ে যাচ্ছে। মহকুমার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কার্যত পুলিশি নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে গোটা এলাকা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই এই বিশেষ তল্লাশি অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মূলত ভিন জেলা বা ভিন রাজ্য থেকে যাতে কোনওরকম বেআইনি অস্ত্র, বিস্ফোরক, মদ বা বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ মহকুমায় ঢুকতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই কড়া নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও অবৈধ কার্যকলাপ রুখতেই পুলিশ প্রশাসন আগাম সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এ প্রসঙ্গে এক দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'আমাদের প্রধান লক্ষ্য হল নির্বাচনকে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ও অবাধ রাখা। সেই কারণে প্রতিটি চেকপোস্টে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রতিটি যানবাহনকে গুরুত্ব সহকারে তল্লাশি করা হচ্ছে। কোনওরকম বেআইনি সামগ্রী বা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আমরা নিয়মিত রুট মার্চ এবং ফ্ল্যাগ মার্চও করছি যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তার বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়।' তিনি আরও জানান, শুধু নাকা চেকিং নয়, বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকাতেও বিশেষ নজরদারি রাখা হয়েছে। সিসিটিভি নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং গোয়েন্দা বিভাগও সক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ করছে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। প্রশাসনের এই তৎপরতায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের মতে, ভোটের আগে এই ধরনের কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে সাধারণ মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিতে পারবেন।

ভোটারদের আস্থা ফেরাতে তৎপর পূঃ বর্ধমানের জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভোটারদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার বার্তা দিয়ে পথে নামলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক। বর্ধমান লক্ষীপুর মাঠ, মেহেদীবাগান, পাঞ্জাবি পাড়া, বাতান পাড়া, রশিদপুর, জেলখানা মোড়-সহ বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে মানুষের সাথে কথা বলে তাদের নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার জন্য বলেন জেলা শাসক। তিনি জানান, রাজনৈতিক হিংসা ছড়ালে কড়া হাতে পদক্ষেপ নেবে কেন্দ্র বাহিনী। সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর জন্য বিশেষ একটি নম্বর দেওয়া হয়। ভোট দিতে না পারলে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে দেবে প্রশাসন। বার্তা নতুন জেলা শাসকের। তিনি জানান, এলাকায় কোনও সমস্যা হলে বা ভোট দিতে যেতে না পারলে তাঁরা যাতে ১৯৫০ এই নম্বরে ফোন করেন। তৎক্ষণাৎ দুয়ারে পৌঁছে যাবে প্রশাসন। যারা অভিযোগ করবেন তাদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ হবে না। বর্তমানে পুলিশের প্রতি আস্থা হারিয়েছে সাধারণ মানুষ এমন অভিযোগ তুলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন বিজেপির প্রার্থী মৌমিতা বিশ্বাস মিত্র। যদিও একের পর এক জেলায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রদবদল করা হয়েছে জেলাশাসক থেকে শুরু করে জেলা পুলিশ সুপার, আইজি ও ডিআইজি-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের। তারইমধ্যে পূর্ব বর্ধমানে জেলাশাসক হয়ে নতুন পদে আসেন শ্বেতা আগরওয়াল। বর্ধমানে এসেই কড়া পদক্ষেপ নেন তিনি। সাধারণ ভোটারদের মনে সাহস জোগাতে এবং কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রদর্শন রুখতে বুধবার বর্ধমান শহরের রাজপথে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে রুটমার্চ করেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপার। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন বর্ধমান শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড় এবং অলিগলি পরিক্রমা করেন। সাধারণ নাগরিক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এলাকায় কোনো অশান্তি বা ভয়ের পরিবেশ আছে কি না, সে বিষয়েও খোঁজ নেন। শহরের বেশ কিছু এলাকা যা প্রশাসনের নজরে 'স্পর্শকাতর' হিসেবে চিহ্নিত, সেখানে সশরীরে পৌঁছান জেলাশাসক। বুথ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করে তিনি জানান, 'ভোট দানে বাধা দিলে বা কেউ ভয় দেখালে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। যেকোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতির খবর দ্রুত জানাতে ভোটারদের হাতে তুলে দেওয়া হয় জেলা নির্বাচনী কন্ট্রোল রুমের নম্বর। সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে বুথে গিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য ২৪ ঘণ্টা এই পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানানো হয় নতুন জেলাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল তরফ থেকে।

গঙ্গারামপুরে তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল। মঙ্গলবার গভীর রাতে গঙ্গারামপুর থানার অদূরেই শাসকদলের এক কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ উঠেছে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীর নাম শিবু চৌধুরী (৩৪)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে তিনি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। গঙ্গারামপুর থানার কাছে পৌঁছালে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। একটি গুলি গাড়ির কাঁচ ভেঙে তাঁর পেটে লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন এবং তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। আক্রান্তের আত্মীয়দের অভিযোগ, তৃণমূলের তফশিলি জাতি ও ওবিসি সেলের স্থানীয় নেতা বাবু চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীরা এই হামলার নেপথ্যে রয়েছে। এই অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই শাসকদলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। মূল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। এটি রাজনৈতিক শত্রুতা, অভ্যন্তরীণ বিবাদ নাকি ব্যক্তিগত রেষারেষি, সব দিক খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনা নিয়ে শাসকদলকে বিঁধতে ছাড়েননি বিজেপি প্রার্থী সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর দাবি, 'ভোটের আগে এলাকায় অস্থিরতা তৈরি করতেই এই ধরণের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।' এদিকে খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে ছুটে যান গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দাস ও তাঁর অনুগামীরা। অন্যদিকে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশের তরফে।

১৩ জনের মধ্যে ৩ জনের নাম উঠল ভোটার তালিকায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ১৩ জনের নাম 'বিবেচনাধীন' ছিল। তার মধ্যে মাত্র ৩ জনের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। এই ৩ জনের মধ্যে বিজেপি প্রার্থীর নামও আছে। পূর্ব বর্ধমানের গুসকরা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১৯৫ নম্বর বুথের ভোটার কলিতা মাজি। এসআইআর প্রক্রিয়ার পর প্রকাশিত আংশিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় দেখা যায়, ওই বুথে ৩৯৭ নম্বর সিরিয়ালে তাঁর নাম ছিল। কিন্তু সেই নামের উপর 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' ছাপ দেওয়া ছিল। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩ জন বাসিন্দার নাম বিবেচনাধীন ছিল। তার মধ্যে আউশগ্রাম বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কলিতা মাজির নাম ছিল বিবেচনাধীন তালিকায়। কলিতা মাজির নাম বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হবার পর শুরু হয় শাসক বিরোধী তরজা। শেষ পর্যন্ত সোমবার রাতে যে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেচনাধীন ১৩ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জনের নাম ভোটার তালিকায় উঠেছে। আর বাকি ১০ জন বাসিন্দার নাম 'ডিলিট' হয়ে গিয়েছে। জেলা বিজেপির মুখপাত্র শান্তিরূপ দে বলেন, 'কমিশন তার কাজ করছে। আমরা তো প্রথম থেকেই বলেছি সঠিক কাগজ থাকলে কারো নাম বাদ যাবে না। কলিতা মাঝির নামও কাগজ জমা দিয়ে এসেছে। যাদের বাদ গেছে। তারাও কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী কাগজ জমা দিন।' তবে গুসকরা টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকা চোঙদার বলেন, 'এর থেকে পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির মধ্যে আঁতাঁত আছে। তারজন্য কলিতা মাজির নাম প্রার্থী তালিকায় ঘোষণা করা হয়।'

মালদায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও কোটি অর্থের মাদক, মোট ধৃত ৮

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পৃথক তিনটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং ব্রাউন সুগার উদ্ধার করল মালদা জেলা পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে চাঁচল এবং কালিয়াচক থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল এই অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেয়েছে। তিনটি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ চাঁচল থানার বিহার সীমান্তঘেঁষা এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে পাঁচজন বিহারী দুষ্কৃতী। ঠিক উল্টোদিকেই এক কোটি টাকারও বেশি ব্রাউন সুগার-সহ তিনজন মাদক কারবারি কালিয়াচক থানা এলাকায় গ্রেপ্তার হয়। দুটি বিষয় নিয়ে বুধবার দুপুরে মালদার পুলিশ লাইনে সাংবাদিক বৈঠক করেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে চাঁচল মহকুমা এলাকার বিহার সীমান্তে চলছে নাকা চেকিং। ঠিক সেই রকমই চাঁচল থানার নলকুঠিয়া বিহার সীমান্ত এলাকায় নাকা চেকিং সময় পাঁচ জনকে আটক করা হয়। তাদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় একটি সেভেন এম এম পিস্তল, দুটো পাইপ গান এবং চার রাউন্ড কার্তুজ। এরপরই এই পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম অমিত কুমার সাহা, গণেশ মহালদার, সুখদেব সাহা, মহম্মদ রিয়াজুল এবং মহম্মদ আমান। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি বিহারের কাটিহার জেলায়। মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, বিহার থেকে অস্ত্রগুলি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হচ্ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের মধ্যেই নাকা তল্লাশি চালাতে গিয়েই এই বেআইনি অস্ত্রগুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কালিয়াচক থানার পুলিশের পৃথক পৃথক দুটি অভিযানে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়। ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে তিন মাদক পাচারকারী। ঘটনা প্রসঙ্গে বুধবার জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, মঙ্গলবার রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ পৃথক পৃথক দুটি বিশ্বস্ত সূত্রে ব্রাউন সুগার পাচারের খবর পায়। সেই মতো পুলিশ প্রথম অভিযান চালায় কালিয়াচকের শাহবাজপুর এলাকায়। সেখানে ৫০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার-সহ এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম আব্দুল রহমান। তার বাড়ি কালিয়াচকের মোজমপুর এলাকায়। এছাড়াও দ্বিতীয় অভিযানে প্রায় এক কেজি ব্রাউন সুগার সহ দুজন পুলিশের জালে ধরা পড়ে। ধৃত দু'জনের মধ্যে একজনের নাম সমীর নাদাপ এবং অপরজনের নাম মহম্মদ ইব্রাহিম। উদ্ধার হাওয়া দুটি ব্রাউন সুগার মিলিয়ে বর্তমান বাজার মূল্য এক কোটি টাকারও বেশি। ধৃতেরা কোথা থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক পেল এবং সেগুলি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল সেটিও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

লাউদোহায় নরেন্দ্রনাথের হয়ে প্রচার করবেন সুপ্রিমো মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ভোটের নির্ঘণ্ট বাজতেই সব রাজনৈতিক দলগুলি নিজ নিজ প্রচারের ব্যস্ত। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দিকে নজর রয়েছে সবার। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

দলের প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনী প্রচারে বৃহস্পতিবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লাউদোহার ফুটবল ময়দানে জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তাই সভাস্থলের প্রস্তুতির খুঁটিনাটির তদারকি করলেন প্রশাসন ও তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। নিরাপত্তা ব্যবস্থার জোরদার করতে জায়গায় জায়গায় রয়েছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর দল। সভাস্থলের পাশেই তৈরি করা হয়েছে অস্থায়ী হেলিপ্যাড। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক সভাপতি শতদীপ ঘটক জানান, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন তাঁদের প্রার্থীর সমর্থনে লাউদোহা এলাকায়। এটা এলাকাবাসী ও তৃণমূল নেতা হিসাবে তাদের কাছে গর্বের।' লোক সভাপতি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সভার পর এলাকায় অন্তত একলাখ বেশি ভোটে জয়লাভ করবে আমাদের প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।'

পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপির বুথ সভাপতির তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বৈদ্যনাথপুরে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রচারে বিজেপি শিবিরে বড়সড় ধস। বিজেপির বুথ সভাপতি ছেড়ে দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান। ভোটের হাওয়া ক্রমশ তপ্ত হচ্ছে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায়। বিরোধীদের পায়ের তলা থেকে মাটি কি ক্রমশ সরছে? যেভাবে একের পর এক এলাকা থেকে বিজেপি ও সিপিআইএম কর্মীরা শাসক শিবিরের পতাকাতলে আসছেন? তাতে নির্বাচনী সমীকরণ যে অনেকটাই বদলে যাচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। নির্বাচনের ঠিক মুখে বৈদ্যনাথপুরে এই রাজনৈতিক ভাঙন কি বিরোধীদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিল? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নিচুতলার এই কর্মী ভাঙন নির্বাচনের দিন বড় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এখন দেখার, এই জোয়ার ভোটের বাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়।

গ্যাস সিলিন্ডার থেকে বেরচ্ছে জল!

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির পোলবায় ঘটল অদ্ভুত ঘটনা। সেখানকার বাসিন্দার দাবি, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে গ্যাস নয়, বেরচ্ছে জল। ঘটনাটি ঘটেছে, হুগলির পোলবার সংগ্রামপুর এলাকার এক বাসিন্দার বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে খন্যান থেকে ইন্ডেন গ্যাসের সিলিন্ডার সরবরাহ করা হয়। গ্রাহকের অভিযোগ, গত ১৭ মার্চ তিনি গ্যাস বুক করেছিলেন। এরপর রান্না করতে গিয়ে বারবার দেখেন ওভেন নিভে যাচ্ছে। প্রথমটা অত খতিয়ে দেখেননি। পরে সিলিন্ডারটি পুনরায় খতিয়ে দেখেন। তখনই কার্যত মাথায় হাত। দেখা যায় ওই সিলিন্ডার থেকে জল বের হচ্ছে। তড়িঘড়ি ওই ব্যক্তি গ্যাস সিলেন্ডার নিয়ে খন্যানের ইন্ডেন গ্যাসের অফিসে যান। তাঁকে গ্যাসের সিলিন্ডারটি পাল্টে দেওয়া হয়। শুধু তিনি নন, আরও এক গ্রাহকও গ্যাস কাউন্টারে লিখিত অভিযোগ জমা করেন এবিষয়ে। যদিও ওই গ্যাস কাউন্টারের মেকানিক এ বিষয়ে এদিন বলেন, 'সিলিন্ডারটি চেকিংয়ের জন্য গোডাউনে পাঠানো হয়েছে। ওই গ্রাহককে নতুন গ্যাস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

'আমার নামটা তুলে দিন', বাম প্রার্থীর কাছে আকুতি 'মৃতা'র

মৃণালজিৎ গোস্বামী

বীরভূম: বেঁচে থেকেও 'মরে যাওয়া' কতটা কঠিন তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গদাধরপুর মেটেলা গ্রামের খান্দি বাউড়ি। বয়সের ভারে শরীরে নানা রোগ বাসা বেঁধেছে। চেয়েচিন্তে কোনো রকমে দিন গুজরান হলেও, হারিয়েছেন কাজ করার ক্ষমতা। সব কষ্টই সইয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণ থাকতেও 'মৃত' হয়ে যাবেন এই ধাক্কা সইতে পারছেন না। স্বামী মারা গেছেন। স্ত্রী খান্দি বাউড়ি আছেন জীবন্ত। অথচ ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে জ্বলজ্বল করছে 'মৃত' তকমা! লেখাপড়া বিশেষ জানেন না, গ্রামের সকলের কাছেই আবেদন করেছেন ভোটার তালিকায় নাম ওঠানোর জন্য, সকলেই দেখছি দেখছি বলে পাশ কাটিয়ে গেছেন। মঙ্গলবার প্রচারে বেরিয়ে ছিলেন সিপিআই(এম) প্রার্থী মতিউর রহমান। হাতের কাছে প্রার্থীকে পেয়ে দু-হাত জোর করে খান্দি বাউড়ির আকুতি, 'আমার নামটো তুলে দিন ভুটে। স্বামী মরে গেইছে। আমি মরি নাই। কিন্তু আমার নামটো বাদ দিয়ে দিয়েছে মরে গেইছি বলে।' প্রচারে বেরিয়ে নানা সমস্যার কথা শুনেছেন প্রার্থী, কিন্তু এসআইআর বিতর্কের মাঝে চোখের সামনে জীবন্ত মানুষের মৃত হওয়ার কথা জানতে পেরে কার্যত হতবাক হন তিনি। রেশনের চাল আর এঘর ওঘর করে যা মেলে তাই দিয়ে কোনোক্রমে বেঁচে আছেন বছর পয়ষট্টির এই বৃদ্ধা। না পাওয়ার তালিকা লম্বা। তা নিয়ে আক্ষেপ আছে। আছে দুঃখও। কিন্তু আজ তাঁর সবচেয়ে বড় যন্ত্রনা, ভোটে নাম না থাকা। সমস্ত কিছু বৃদ্ধার কাছ থেকে জেনে আইন অনুযায়ী কিভাবে তার নাম তোলা যায় সেই বিষয়ে পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন সিপিআইএম প্রার্থী মতিউর রহমান।

ভদ্রেশ্বরে রহস্যমৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: ভদ্রেশ্বর থানার শ্বেতপুর এলাকায় অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য। উত্তরপ্রদেশের মিরাটের 'নীল ড্রাম মার্ডার' কেসের ছায়া এবার হুগলির ভদ্রেশ্বরে। বুধবার সকালে ওই এলাকার দিল্লি রোডের ধারের জমিতে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বস্তা পড়ে থাকতে দেখেন। তার মধ্যে একটি নীল রঙের প্লাস্টিকের ড্রাম ছিল। স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় খবর দেওয়া হয় শ্বেতপুর পুলিশ ফাঁড়িতে। পুলিশ বস্তার বাঁধন খুলতেই দেখা যায়, ড্রামের ভিতরে এক যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের গলায় কাটা দাগ স্পষ্ট এবং তাঁর শরীরের একাংশ ঝলসানো ছিল। এরপরে ঘটনাস্থলে আসে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিক এবং ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। মৃত যুবকের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তাঁর পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, ওই যুবককে অন্য কোথাও খুন করে ড্রামে ভরে দেহ ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়েছে ভদ্রশ্বরে। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

মালদায় ভোটদানে উৎসাহ দিতে তৈরি ম্যাসকট 'ফজলিবাবু'

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে মানুষের মধ্যে ভোটদানে উৎসাহ বাড়াতে মালদায় ভোটের ম্যাসকট উদ্বোধন করা হল। জেলার বিখ্যাত আম ফজলীর অনুকরণে তৈরি হয়েছে মালদার ভোটের ম্যাসকট 'ফজলিবাবু'। বুধবার মালদায় জেলাশাসকের দপ্তরে আকর্ষণীয় এই ম্যাসকটের আবরণ উন্মোচন করেন জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক রাজনবীর কাপুর। উপস্থিত ছিলেন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তুষার পাল। একইসঙ্গে এদিন শান্তিপূর্ণ ভোটের স্বার্থে 'সিগনেচার ক্যাম্পেইন' কর্মসূচিও শুরু করা হয়।

উল্লেখ্য, রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের সঙ্গে আগামী ২৩ এপ্রিল মালদা জেলার ১২টি বিধানসভার ভোটগ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্রের উৎসব হলো ভোট। আর মালদায় এই ভোট উৎসবে জেলা নির্বাচন দপ্তরের প্রতীক বা ম্যাসকট ফজলিবাবু। মালদায় সাধারণভাবেই গড়ে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। এবার ভোটদানের পরিমাণ আরও বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই ফজলি বাবুকে সামনে রেখে প্রচার চালাবে নির্বাচন দপ্তর। এদিন জেলা শাসকের দপ্তরে এই ম্যাসকটের আবরণ উন্মোচনের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন ব্লক ও বিধানসভা এলাকাতেও এই ম্যাসকট নিয়ে প্রচার শুরু করা হয়। প্রশাসনের আশা এই পদক্ষেপের ফলে আরও বেশি করে মানুষ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এতে আরও শক্তিশালী হবে গণতন্ত্র।

দিল্লির কংগ্রেস কার্যালয় খালি করবার নির্দেশ এস্টেট দপ্তরের

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: দিল্লিতে কংগ্রেস কার্যালয় খালি করার নির্দেশ দিল এস্টেট দপ্তর। আগামী ২৮ মার্চের মধ্যে কংগ্রেসকে দিল্লির ২৪, আকবর রোডের কার্যালয়টি খালি করার জন্য নোটিশ দিয়েছে এস্টেট দপ্তর। বুধবার সকালে এস্টেট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কংগ্রেসকে বরাদ্দ করা ২৪, আকবর রোডের কার্যালয়টি খালি করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের আরও একটি কার্যালয়, যেটা ৫ রাইসিনা রোডে অবস্থিত, সেটাও খালি করতে বলা হয়েছে। এই দুই জায়গা থেকে দীর্ঘ দিন ধরে নিজেদের সংগঠন, কাজকর্ম পরিচালনা করেছে কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, আগামী ২৮ মার্চের (শনিবার) মধ্যে কংগ্রেসের ওই দুই দপ্তর খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নোটিশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কংগ্রেসের এক প্রবীণ নেতা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপিকে আক্রমণ করেছে কংগ্রেস। দলের সাংসদ প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, 'বিজেপি সরকার মোটেও গণতান্ত্রিক সরকার নয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। নোটিশটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে। আলোচনার পর আমরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেব।'

এক সময়ে কংগ্রেসের সদর দপ্তর ছিল যন্তর মন্তর রোডে। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে ২৪ নম্বর আকবর রোডের বাংলো থেকে কাজ শুরু করেছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ। পরে ওই ঠিকানা কংগ্রেসের সদর দপ্তর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। যদিও এখন আর সেখানে সদর দপ্তর নেই। গত বছর জানুয়ারিতে লুটেন্স দিল্লির ৯এ কোটলা রোডে সরে গিয়েছে কংগ্রেসের সদর দপ্তর। বর্তমানে সেখানেই দলের বেশির ভাগ কাজ হয়। তবে ২৪ আকবর রোডের ঠিকানাতেও এখন কংগ্রেসের অনেক নেতানেত্রীর আনাগোনা রয়েছে। সেই ভবন খালি করার নির্দেশকে কেন্দ্র করে আবার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নতুন করে সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে রাজধানীতে।

গুজরাতে ইউসিসি বিল পাশ, আনন্দ প্রকাশ অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: গুজরাত বিধানসভায় ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল পাশ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, সকল নাগরিকের জন্য এক আইন প্রণয়ন করা বিজেপির প্রতিশ্রুতিগুলির অঙ্গীকার।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলি এই লক্ষ্য পূরণের পথে এগিয়ে চলেছে। উত্তরাখণ্ডের পর দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে গুজরাতে ইউসিসি বিল পাশ হওয়ায় তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল এবং বিলের পক্ষে সমর্থনকারী সমস্ত বিধায়কদের অভিনন্দন জানান।

অমিত শাহ আরও বলেন, দেশ তুষ্টিকরণের ভিত্তিতে নয়, বরং সকলের জন্য সমান আইনের ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া উচিত। এটাই বিজেপির অগ্রাধিকার ও অঙ্গীকার।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার গুজরাট বিধানসভায় ইউসিসি বিল নিয়ে প্রায় সাত ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়। আলোচনায় হালাল প্রথা, শাহ বানো মামলা, একত্রবাস সম্পর্ক ও বিবাহ নথিভুক্তিকরণ নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। বিল অনুযায়ী, বিবাহের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, তালাকের ক্ষেত্রে সমান নিয়ম প্রয়োজন এবং বহুবিবাহে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি একত্রবাস সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিন মাসের মধ্যে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রস্তাবিত আইনের লক্ষ্য, ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার এবং একত্রবাস সম্পর্ক সংক্রান্ত নিয়ম এক করা। বিরোধীরা বিলের উদ্দেশ্য ও প্রভাব নিয়ে প্রশ্ন তুললেও, শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে বিলটি পাশ হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন নাগাল্যান্ড, বিহারের রাজ্যপাল ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: রাষ্ট্রপতি ভবনে বুধবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করলেন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নন্দকিশোর যাদব, বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সৈয়দ আতা হাসনাইন এবং মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং। এই সাক্ষাতের সময় রাষ্ট্রপতি প্রত্যেকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির পরিস্থিতি এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

রাষ্ট্রপতি ভবনের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এই সাক্ষাতের কথা তুলে ধরেন। পৃথক পোস্টে তিনি জানান যে, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং, বিহারের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) সৈয়দ আতা হাসনাইন (তাঁর পত্নীসহ) এবং নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নন্দকিশোর যাদব রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন।

নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল যাদবের সঙ্গে বৈঠকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ, জনসমস্যা এবং সামাজিক অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন। বিহারের রাজ্যপাল হাসনাইনের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় রাষ্ট্রপতি রাজ্যের প্রশাসনিক কাজ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প নিয়ে কথা বলেন। অন্যদিকে, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উন্নয়ন প্রকল্প এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উঠে আসে। রাষ্ট্রপতি মণিপুরের অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজের মতামতও জানান।

এদিন রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল নন্দকিশোর যাদব সংসদ ভবনে উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গেও দেখা করেন। উপরাষ্ট্রপতি তাঁর এক্স পোস্টে এই সাক্ষাতের কথা জানিয়ে বলেন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে।

স্থিতিশীল সোনিয়া, উদ্বেগ প্রকাশ সিদ্দারামাইয়ার

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ: স্থিতিশীল আছেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি। এই মুহূর্তে তিনি রয়েছেন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে। বুধবার হাসপাতালের চেয়ারম্যান ড. অজয় স্বরূপ একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন যে, চিকিৎসকরা তাঁকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করা হচ্ছে, যার মধ্যে পেট এবং মূত্রনালীতে সম্ভাব্য সংক্রমণের পরীক্ষাও অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসার অংশ হিসেবে তাঁকে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালের একটি বিশেষজ্ঞ দল তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার আচমকা অসুস্থ বোধ করায় সোনিয়াকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন পুত্র রাহুল গান্ধি এবং কন্যা প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা। সোনিয়া গান্ধির অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জানতে পেরে উদ্বিগ্ন। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমি নিশ্চিত যে, তিনি এই অসুস্থতা শীঘ্রই কাটিয়ে উঠবেন।'

ময়দান

এনসিসি বেবি লিগ চ্যাম্পিয়ন পল্লীশ্রী ক্রিকেট অ্যাকাডেমি

অভিষেক ডালমিয়ার ডাকে অসুস্থ বাবাকে রেখেই ফাইনালে বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস

কলকাতা: আইপিএল শুরু হতে এখনও বাকি, কিন্তু তার আগেই বসন্তের কলকাতা যেন সাক্ষী থাকল এক 'মিনি আইপিএল'-এর। খুদে ক্রিকেটারদের প্রতিভার ঝলকে জমে উঠল এনসিসি বেবি লিগ ২০২৬-এর ফাইনাল, যা কার্যত নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বাংলার জুনিয়র ক্রিকেটে। তবে দিনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শুধু ম্যাচ নয়; দায়িত্ব ও আবেগের এক অনন্য দৃষ্টান্তও দেখলেন বিসিসিআই সভাপতি মিঠুন মানহাস। পারিবারিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বোর্ড সভাপতি, অভিষেক ডালমিয়ার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে জম্মু থেকে দিল্লি হয়ে ফ্লাইটে কলকাতা আসেন, এরপর সরাসরি মাঠে পৌঁছে যান। জানা গিয়েছে, তাঁর বাবা অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন, যা উপস্থিত সকলের কাছেই বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। বুধবার বিবেকানন্দ ক্লাবে আয়োজিত ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও পল্লীশ্রী ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। একপেশে লড়াইয়ে ৭৪ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় পল্লীশ্রী। এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্যোক্তা অভিষেক ডালমিয়ার উদ্যোগে অনূর্ধ্ব-১০ ক্রিকেটারদের জন্য তৈরি এই মঞ্চ ইতিমধ্যেই ক্রিকেটমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

ফাইনালে উপস্থিত থেকে খুদে ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্স দেখে মুগ্ধ হন মিঠুন মানহাস। তিনি বলেন, 'এত অল্প বয়সে ক্রিকেটারদের এই আবেগ ও চাপ সামলানোর ক্ষমতা সত্যিই বিস্ময়কর'। এদিন মাঠে আরও উপস্থিত ছিলেন ঝুলন গোস্বামী, মনোজ তিওয়াড়ি, অনুষ্টুপ মজুমদাররা। অভিষেক ডালমিয়া জানান, 'এই টুর্নামেন্টের মূল লক্ষ্য ছিল শিশু ক্রিকেটারদের নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া। সেই লক্ষ্য যে সফল, তা ফাইনালের খেলাই প্রমাণ করেছে'। মিঠুন মানহাসের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ বাংলার ক্রিকেটে নতুন দিশা দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, 'এই বেবি লিগকে অবশ্যই স্মরণীয় উদ্যোগ বলতে হবে। এত ছোট-ছোট বয়সে ক্রিকেটাররা যে লড়াই করছে, চাপ নিয়ে ম্যাচ খেলছে, পুরোটাই বিস্মিত করার মতো।' সঙ্গে বোর্ড সভাপতি যোগ করেন, 'একজন খুদে ক্রিকেটারকে অল্প বয়সে যন্ত্রপাতির থেকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয়। তার চেয়ে তারা ক্রিকেট খেলুক। আর সেই প্রেক্ষিতে বেবি লিগের মতো মঞ্চের চেয়ে ভালো কী হতে পারে? আমি অভিষেক ডালমিয়াকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এ রকম এক টুর্নামেন্টের আয়োজনের জন্য। দারুণ কাজ করেছে অভিষেক'।

কেকেআরের বিরুদ্ধেই বুমরাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জসপ্রীত বুমরা বর্তমানে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং আসন্ন আইপিএল মরশুমের জন্য নিজেকে তৈরি করছেন। প্রতিযোগিতা শুরুর আগে তিনি বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে গিয়েছিলেন। সেখানে মূলত তাঁর ফিটনেস, শক্তি বৃদ্ধি এবং শরীরের সামগ্রিক সক্ষমতা নিয়ে কাজ করা হয়েছে। আধুনিক ক্রিকেটে একজন দ্রুতগতির বোলারের জন্য শরীরের উপর চাপ সামলানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই আগেভাগেই প্রস্তুতি নেওয়া ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গত কয়েক মাস ধরে আন্তর্জাতিক ও ফ্র্যাঞ্চাইজি, দুই ধরনের ক্রিকেটেই নিয়মিত অংশ নিতে হচ্ছে তাঁকে। সামনে আবার ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সূচি রয়েছে। আইপিএলের পরেই রয়েছে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ এবং তারপর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে চোটমুক্ত ও ম্যাচ-ফিট রাখা বুমরার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তাঁর পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো। এই ফরম্যাটে একজন বোলারকে চার ওভার বল করতে হলেও প্রতিটি ওভারেই সর্বোচ্চ গতি ও নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সহজ নয়। তবুও বুমরা তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার জোরে প্রতিপক্ষকে বারবার সমস্যায় ফেলেছেন। বিশেষ করে ফাইনাল ম্যাচে তিনি মাত্র পনেরো রান দিয়ে চারটি উইকেট নিয়ে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই পারফরম্যান্সের সুবাদেই তিনি সতীর্থ বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে যৌথভাবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহকদের মধ্যে জায়গা করে নেন। এবার আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলবেন তিনি।

লিগ পর্বে প্রতিটি দলকে চৌদ্দটি ম্যাচ খেলতে হয়। এরপর যদি দল প্লে-অফে ওঠে এবং ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছয়, তা হলে মোট ম্যাচ সংখ্যা দাঁড়াতে পারে ষোলো থেকে সতেরো। একজন দ্রুতগতির বোলারের জন্য এটি যথেষ্ট চাপের বিষয়। কারণ প্রতিটি ম্যাচেই তাঁকে নিজের সেরাটা দিতে হয়। ধরা যাক, বুমরা সব ম্যাচে না-খেললেও যদি অন্তত দশটি ম্যাচে অংশ নেন, তাতেও তাঁর শরীরের উপর যথেষ্ট চাপ পড়বে। তাই এই সময় ফিটনেসের দিকে বাড়তি নজর দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস), খড়গপুর ওয়ার্কশপ, খড়গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **ই-টেন্ডার নোটিশ নং.: রিফার্বিশিং আইসিএফ২৫০-১; কাজের নাম:** রেলওয়ে কোচ রিফার্বিশিং। (পিওএইচ চলাকালীন আইসিএফ কোচের ক্ষয়ক্ষতি মেরামত, পিভিসি স্ট্রিপিং ও বিছানো সহ ফার্নিশিং কার্যক্রম, পিওএইচ চলাকালীন কোচের দরজা স্ট্রিপ, মেরামত ও ফিটমেন্ট, বাফার অ্যাসেম্বলি খুলে পরিবহন (অর্থাৎ মনোনীত কোচ থেকে সংশ্লিষ্ট শপে এবং শপ থেকে মনোনীত কোচে আনা-নেওয়া, খোলার পরে এবং রেলওয়ে কর্তৃক ওভারহলিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে) এবং আইসিএফ কোচে স্ক্রু কাপলিংসহ ড্র গিয়ার বিন্যাস স্ট্রিপিং, বিচ্ছিন্ন করা ও পরিবহন এবং সংযুক্ত বিস্তারিত কার্যপরিধি ও চুক্তির বিশেষ শর্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগে হস্তান্তর); **কাজের স্থান:** খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, পোস্ট- খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১; **পরিমাণ:** ২৫০টি আইসিএফ কোচ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ২,০২,৪৭,০২৫.৫০; **বায়না মূল্য:** ₹ ৪,০৪,৯০০.০০; **চুক্তির মেয়াদ:** এলওএ জারির তারিখ থেকে ১২ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ১৫.০৪.২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **বিডিং পদ্ধতি:** সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম; **চুক্তির ধরন:** ওয়ার্কস-জেনারেল; **টেন্ডারের ধরন:** ওপেন; বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ ও টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে: **https://www.ireps.gov.in**

(PR-1347)

ফর্ম নং ৩

[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

কেস নং : ওএ/১৫১/২০২৫

উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন

এক্স. নং : ৩৩৩২

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বনাম

হাসান হার্ডওয়্যার হোসেন

প্রতি

(১) মহ. লোকমান হোসেন, স্বত্বা মেসার্স হাসান হার্ডওয়্যার, পিতা আবদুল করিম, ঠিকানা আচরা উত্তর পাড়া, পো - অমরকুন্ড, থানা নবগ্রাম, পিন - ৭৪২১৩৬, জেলা - মুর্শিদাবাদ।

(২) শ্রী হাফিজুর রহমান, পিতা নূর মহম্মদ, ঠিকানা - সাহানা পাড়া পঞ্চাগ্রাম, নবগ্রাম, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৪।

সমন

যেহেতু, **ওএ/১৫১/২০২৫, ০৯.১২.২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **৪৪,৫৯,৮১৪.০০ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।

আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-

(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;

(খ) মূল আবেদনের ক্রম ৩এ-তে উল্লিখিত নির্ধারিত সম্পত্তি সমূহ এবং সম্পদ ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তিসমূহ বা সম্পদের বিস্তারিত জানান।

(গ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তে, শুনানি স্থগিত আছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বিক্রির বিষয়টি আবেদন সংযুক্ত হিসেবে স্থগিত আছে,

(ঘ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।

(ঙ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে।

আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **৩০.০৩.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৬.০২.২০২৬।

স্বা/- অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল

শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ইউআরসি-২

অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন

(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ৩৬৬ ধারার উপধারা (২)-এর অনুসরণে, পনের দিন পর কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে মেসার্স গুজরাল কর্পোরেট সার্ভিসেস-কে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা হয়।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :
ব্যক্তি, পর্যটক, কর্পোরেট ক্লায়েন্ট এবং অন্যান্য গ্রাহকদের জন্য এয়ারপোর্ট ট্রান্সফার, ট্যুর, ইভেন্ট, কনফারেন্স, ব্যবসায়িক ভ্রমণ এবং অন্যান্য পরিবহন উদ্দেশ্যে, স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে, সরাসরি অথবা যানবাহনের মালিক, অপারেটর বা ফ্লিট পরিষেবা প্রদানকারীদের সাথে চুক্তির মাধ্যমে, চালকসহ গাড়ি, বাণিজ্যিক গাড়ি, বিলাসবহুল গাড়ি, ইভি যানবাহন, ব্যক্তিগত গাড়ি, বাস, কোচ, ভ্যান এবং অন্যান্য পরিবহন যানবাহনসহ মোটরযান ভাড়া, লিজ এবং লিজ দেওয়ার ব্যবসা পরিচালনা করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশনের খসড়ার একটি অনুলিপি রুম নং ৩০৪, ৪র্থ তল, ২৫এ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৬ ঠিকানায় অবস্থিত অফিসে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে আপত্তি আছে এমন কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি আরওসি সিআরসি, আইআইসিএ, মানেসার, প্লট নং ৬, ৭ ও ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, গুড়গাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-তে জানাতে পারবেন এবং এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে পাঠাতে পারবেন।

আবেদনকারীর নাম(সমূহ)

মেসার্স গুজরাল কর্পোরেট সার্ভিসেস-এর পক্ষে

স্বা/-

মনমোহন সিং গুজরাল

জাসকিরথ সিং গুজরাল

তারিখ ২৬/০৩/২০২৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

টেকনো ফ্যাব ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)

লিকুইডেটর -এর ঠিকানা: বজরং কুঞ্জ, রুম নং ৪১২ এবং ৪১৩, ২বি, গ্র্যান্ট লেন, ৪তম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১২

যোগাযোগ: ৯৮৩১০৮৪৭৪৫; ইমেল আইডি: cirp.techno@avipgroup.co.in

ই-অকশন বিক্রয়ের নোটিশ

এতদ্বারা ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপসি কোড, ২০১৬ এবং তৎসংক্রান্ত বিধিনিয়মের অধীনে সাধারণ জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, নীচের সারণিতে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', 'যা কিছু আছে'** এবং **'রিকোর্স ব্যতীত'** ভিত্তিতে কোনো প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই BAANKNET অকশন প্ল্যাটফর্ম- **https://ibbi.baanknet.com** -এর মাধ্যমে ই-অকশনে বিক্রি করা হবে।

যোগ্যতা সংক্রান্ত নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭.০৪.২০২৬
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭.০৪.২০২৬
পরিদর্শনের শেষ তারিখ	০৯.০৪.২০২৬ (সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত)
ই-অকশনের তারিখ	**৩০.০৪.২০২৬** তারিখ বেলা ১১.০০টা থেকে ১৩.০০ টার মধ্যে (সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত)

লট নং	বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি (টাকায়)	অকশন তারিখে অকশনের সময়
১	জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মৌজা ও দাগ নম্বর সম্বলিত মোট ৩.১০ একর পরিমাপের জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল- (১) মৌজা- শ্যামপুর, জে.এল. নং ৩০, এল.আর. খতিয়ান নং (এলআর) ৫০০, দাগ নং ৫৯১-এর অন্তর্ভুক্ত ১.০৮ একর জমি; এবং (২-৪) মৌজা- গুমানডাঙ্গি, জে.এল. নং ৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৫১, ৯৪২/১, ১৩০৭, ১৫৭৪ এবং ৫২১, দাগ নং ১২১৯, ১৩৩৯ ও ৮৯১-এর অন্তর্ভুক্ত ২.০২ একর জমি।	১৩,৩৩,০০০/- টাকা	১,৩৩,০০০/- টাকা	বেলা ১১.০০ টা থেকে ১৩.০০ টার মধ্যে (সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত)

১. সম্পত্তির বিবরণ, যেমন দাগ নম্বর ইত্যাদি **অকশন সাইটে থাকা প্রসেস মেমোরেন্ডাম** থেকে দেখা যেতে পারে। আগ্রহী আবেদনকারী অনলাইন ই-অকশনের শর্তাবলী, ই-অকশন বিড ফর্ম, যোগ্যতা, মানদণ্ড, বিডকারীর ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বলিত প্রসেস মেমোরেন্ডামটি সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে ২৭ মার্চ ২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে ২৬ এপ্রিল ২০২৬ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম ওয়েব পোর্টাল **https://ibbi.baanknet.com** অথবা ইমেল **cirp.techno@avipgroup.co.in** -এ লেখার মাধ্যমে পেতে পারেন।
২. লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-অকশনের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল বা বর্ধিত বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বিড বাতিল করার অধিকার তাঁর রয়েছে।
৩. সম্ভাব্য বিডকারীকে এই মর্মে একটি অঙ্গীকারনামা দিতে হবে যে, তিনি ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপসি কোড -এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী কোনো অযোগ্যতার সম্মুখীন নন।
৪. অনুগ্রহ করে নোট করুন যে, ইএমডি অবশ্যই BAANKNET পোর্টালে ই-ওয়ালেটে তহবিল যোগ করে এবং সংশ্লিষ্ট অকশনের জন্য 'পার্টিসিপেট' লিঙ্কে ক্লিক করে জমা দিতে হবে। যোগ্য বিডকারীদের নাম লিকুইডেটর দ্বারা চিহ্নিত করা হবে এবং www.baanknet.com পোর্টালে অনলাইন ই-অকশনে অংশ নেওয়ার জন্য জানানো হবে। আগ্রহী বিডকারীকে অকশন সাইটে নিজস্ব ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে।
৫. সম্ভাব্য বিডকারীরা BAANKNET অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** -এর মাধ্যমে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপসি কোড -এর ২৯এ ধারার অধীনে যোগ্যতার অঙ্গীকারনামা সহ প্রয়োজনীয় নথি জমা দেবেন।
৬. সম্ভাব্য বিডকারীরা BAANKNET অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://ibbi.baanknet.com** -এর মাধ্যমে ইএমডি জমা দেবেন।
৭. উপরে উল্লিখিত ৩ নম্বর ক্লজে বর্ণিত অঙ্গীকারনামায় উল্লেখ থাকতে হবে যে, সম্ভাব্য বিডকারী কোড-এর ২৯এ ধারা অনুযায়ী কোনো অযোগ্যতার সম্মুখীন নন। সম্ভাব্য বিডকারীরা লক্ষ্য করতে পারেন যে, কোনো পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হলে ২৮শে মার্চ ২০২৫ তারিখের আইবিবিআই সার্কুলার নং- IBBI/LIQ/84/2025 অনুযায়ী ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

কমলেশ কুমার সিংহানিয়া

টেকনো ফ্যাব ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (ইনলিকুইডেশন)-এর লিকুইডেটর

আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং: IBBI/IPA-002/IP-N00023/2016-17/10050

এএফএ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত বৈধ | cirp.techno@avipgroup.co.in (প্রক্রিয়া সংক্রান্ত)

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৫.০৩.২০২৬

ফর্ম এ

সাধারণ ঘোষণা

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)

কর্পোরেট ডেটর মেসার্স প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড- CP(IB) No. 221/KB/2025 (Admitted) এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫ জুন ১৯৮৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U34201WB1986PTC040860
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস ৫ সুতারকিন স্ট্রিট ২য় তল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০৭২
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	নির্দেশের তারিখ : ১৯.০৩.২০২৬ (এনসিএলটি-র ওয়েবসাইটে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখে অর্ডার আপলোড করা হয়েছে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	২০.০৯.২০২৬ কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ থেকে ১৮০ দিন
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	শ্রী অনুপ কুমার সিং IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322 এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : ৫ম তল, ফ্ল্যাট ৪এ, বিদ্যারাজ নিকেত, ২২/২৮এ মনোহর পুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্কের নিকট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৯ ইমেল : anup_singh@stellarinsolvency.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৯ ইমেল : primemovers.sipl@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৭.০৪.২০২৬
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	আইআরপি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	আইআরপি প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রযোজ্য নয়
১৪	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	ক) Web link: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads ঠিকানা : স্টেলার ইনসলভেন্সি প্রফেশনালস এলএলপি স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ, মনোহরপুকুর রোড, দেশপ্রিয় পার্ক, কলকাতা - ৭০০০২৯ ইমেল : primemovers.sipl@gmail.com খ) প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে মেসার্স প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৯.০৩.২০২৬ তারিখে, যাইহোক অর্ডার এনসিএলটি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখে।

মেসার্স প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ডেটর)-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৭.০৪.২০২৬ তারিখে বা তার আগে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।

আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

কোনও আর্থিক বিনিয়োগকারী শ্রেণি এ ভুক্ত হলে যা তালিকায় ক্রম নং ১২ অনুযায়ী, তিনি তালিকাভুক্ত ক্রম নং ১৩ উল্লিখিত দেউলিয়া পেশাদারদের মধ্যে একজনকে পছন্দ করবেন যিনি অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে- ফর্ম সিএ-আইআরপি তে উপলব্ধ তথ্য মতে প্রযোজ্য নয়।

মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

স্বা/-

শ্রী অনুপ কুমার সিং

অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার

IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322

এএফএ বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত

তারিখ এবং স্থান : ২৬ মার্চ, ২০২৬, কলকাতা

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস

৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ (স্থাবর /অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

পরিশিষ্ট II-A [দ্রষ্টব্য রুল ৬(২)]

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখা জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত **"যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৮.০৪.২০২৬ তারিখ** ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কর্তৃক নিম্নে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নে উল্লিখিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. নির্ধারিত ঋণ/বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১	**বামকান্ডাইপুর শাখা** অ্যাকাউন্ট নাম : **শ্রী স্বপন কুমার মল্লিক ঋণগ্রহীতার নাম : শ্রী স্বপন কুমার মল্লিক।**	ভেহিকেল ধরন - **মোটর কার,** চেসিস নং **MA3CZFB3SRB866782**, ইঞ্জিন নং -**K12NN1058283**, রেজি.নং : **WB 42BG6321**। ভেহিকেল লোন অ্যাকাউন্ট **বামকান্ডাইপুর শাখায় উল্লেখ্য এ/সি নং -৪২৯৮৬০৫১০০০০৩৩৫**	**ক) ৬,৩৭,০০০.০০ টাকা এবং ইউসিআই এবং অন্যান্য শুল্ক সহ**	**১) ৫,৩৮,০০০.০০ টাকা, ২) ৫৩,৮০০.০০ টাকা ৩) ১০,০০০.০০ টাকা।**

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com** -এর মাধ্যমে হবে।
(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৮.০৪.২০২৬ সকাল ১০.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **২৭.০৪.২০২৬ বিকেল ৪টে পর্যন্ত** দেখতে পারেন।
(৩) আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য, এবং অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিংক অনুসারে হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা পঙ্কজ সিং (+৯১ ৮০৫১৮ ০২৭৭৭) -এর সঙ্গে।
(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে", "যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত ভিত্তিতে" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময়। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া ক্ষেত্রে।
(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।
(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.** দ্বারা **BAANKNET** পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।
(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২৮.০৪.২০২৬** তারিখে বা তার পূর্বে।
(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে যার মধ্যে ইতিমধ্যেই পরিশোধ করা ইএমডি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক দর মূল্য গ্রহণের পরের দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে যদি তিনি সর্বদা বিড করার জন্য বৈধভাবে যোগ্য হন।
(৯) দর/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫ শতাংশ বিক্রয়ের **১৫তম দিনে** বা তার আগে প্রদেয় হবে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের (ব্যাংকিং চলাকালীন সময়ে) অথবা শুধুমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত হওয়া বর্ধিত সময়ের জন্য। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থপ্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরদাতার ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাঙ্ক নিলাম বাতিল করতে এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করতে পারেন।
(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।
(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।
(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের জন্য তিরিশ (৩০) দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২৫.০৩.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

শিলিগুড়ির পদ্মঘাঁটির দখল নিতে মরিয়া জোড়াফুল শিবির

শুভাশিস বিশ্বাস

শিলিগুড়ি বিধানসভা। উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভার মধ্যে একটি। তবে উত্তরবঙ্গের বিধানসভাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলে সবার আগে মনে রাখতে হবে ৫৪টি বিধানসভার মধ্যে ২২টি বিধানসভা রাজবংশী অধ্যুষিত। আর ২০১৯-এর বিধানসভা নির্বাচন থেকে এই উত্তরবঙ্গের মাটিতেই ফুটেছে পদ্ম। এরপর থেকে উত্তরবঙ্গ পরিণত হয়েছে বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে। তবে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনেও পদ্মকে ছাপিয়ে সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে চাইছে ঘাসফুল। শিবির। আর সেই কারণেই শিলিগুড়ি বিধানসভা নিজেদের দখলে নিতে ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূলের তরফ প্রার্থী করা হয়েছে গৌতম দেবকে। প্রসঙ্গত, বর্তমান মেয়র এই গৌতম দেব।

প্রার্থীপদ ঘোষণার পর নিজের প্রতিক্রিয়ায় গৌতম দেব জানান, দলের নেতৃত্ব তাঁর উপর যে আস্থা রেখেছে, তা তিনি সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। এর পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক এবার ছবি বদলাবে বলে আশাও করছেন তিনি। কারণ, তিনি আশাবাদী রাজবংশীরা এবার সমর্থন জানাবেন তৃণমূলকে। তবে শুধু আশা নিয়েই পরিতৃপ্ত নন গৌতমবাবু, প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে নেমে পড়েছেন প্রচারের কাজে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন দলীয় কর্মীরাও, যারা বুঝিয়ে দিচ্ছেন 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'। এদিকে প্রচারে বেরিয়ে গৌতম দেবকে এও দাবি করতে দেখা যায়, 'রাজবংশীদের উন্নয়নে একাধিক কাজ করেছে রাজ্য সরকার। রাজবংশীরা বুঝতে পারছেন তৃণমূল একমাত্র উন্নয়ন করতে পারে। এর আগে উপনির্বাচনে মানুষের জনমত বিজেপির বিপক্ষে গিয়েছে। এবার আমরা আশাবাদী। উত্তরের রাজবংশী ভোট এবার তৃণমূল পাবেই।' উল্টোদিকে শিলিগুড়ির বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের বক্তব্য, 'রাজবংশীরা আমাদের কাছে ভোটব্যাঙ্ক নয়। ওরা বঞ্চিত। এই সমাজ আমাদের পাশেই রয়েছে। এবারের ভোটেও রাজবংশী ভোট আমাদের কাছেই থাকবে। তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক, লাভ হবে না।'

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ থেকে ৩০ এবং ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড শিলিগুড়ি বিধানসভার অধীনে। মোট ৩৩টি ওয়ার্ড রয়েছে শিলিগুড়ি বিধানসভাতেই।বাকি ১৪টি ওয়ার্ড ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার অধীনস্থ। যেখান থেকে বিধানসভা ভোটে লড়বেন না বলে আগেই ঘোষণা করেছেন গৌতম। ৯, ১২ এবং ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিজেপির। আবার ১৯, ২২ এবং ২৮ নম্বর ওয়ার্ড সিপিএম, ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেসের দখলে। বাকি ২৬টি ওয়ার্ডে শাসক তৃণমূল। আর ওই বিরোধী ওয়ার্ডগুলিতেই এবার প্রচারে জোর দিচ্ছেন গৌতম। জনসংযোগ বাড়াতে গত বছর পুরনিগমের সমস্ত ওয়ার্ডের মানুষের কাছে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েছেন তিনি। তবে নির্বাচনী প্রচারের শুরুতেই গৌতম দেবকে খেতে হয় এক বড় 'ঠোক্কর'। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রচারে বেরিয়ে সেখানকার নিকাশি ব্যবস্থা, জড়ো হওয়া জঞ্জাল এবং রাস্তার দশা দেখে মেজাজ হারান গৌতম। সঙ্গে গৌতমবাবুর নজরে আসে একরাতের বৃষ্টিতে খানাখন্দ, নর্দমা উপচে নোংরা জল রাস্তায় উঠে এসেছে। এরপরই পুর আধিকারিকদের ফোন করেন তিনি। এই ফোনের পরই শুরু হয় কাজ। যা দেখেশুনে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ গৌতম দেবকে কটাক্ষ করে বলেন, 'মেয়রকে বলো'-র নম্বর কাজ করছে না?' এদিকে গৌতম দেবকে প্রচার করতে দেখে এলাকার বাসিন্দারাও একজোট হয়ে নানা অভিযোগ তাঁর সামনে তুলে ধরেন। সব অভিযোগই শোনেন গৌতম। তারপর রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন। সঙ্গে এও বলেন, 'এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমার সহকর্মী। আমি সবার মেয়র। মেয়র পারিষদকে ফোন করে দ্রুত সমাধান করতে বলেছি।' এতেই বিজেপি প্রার্থী শঙ্করের টিপ্পনি, 'উন্নয়নের এত যে ডঙ্কা পেটালেন, আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করলেন, তার ফল কী হল। এতদিনে তো দেখিনি যে উনি বেরিয়েছেন। এখন বেরিয়ে নিজের 'উন্নয়ন কার্ড' নিজেই প্রকাশ করলেন। ওঁর বড় গাড়ি কালো কাচে ঢাকা। এতদিন এ সব চোখে পড়েনি। ভোট আসতে চোখ খুলল।'

যে শিলিগুড়িতে হাই ভোল্টেজ নির্বাচন হতে চলেছে ২০২৬-এ সেটি কলকাতা ও আসানসোলের পর পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। দার্জিলিং জেলায় অবস্থিত এই শহরটি জলপাইগুড়ির সঙ্গে 'টুইন সিটি' হিসেবেও পরিচিত। কারণ, শিলিগুড়ি, পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি শহরের সাথে মিলে এই যমজ শহর গঠন করেছে। ১৯৫১ সালে গঠিত শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রটি দার্জিলিং লোকসভা আসনের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের একটি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৩টি ওয়ার্ডের ১ থেকে ৩০ এবং ৪৫ থেকে ৪৭ দার্জিলিং জেলা বাকি ওয়ার্ডগুলি জলপাইগুড়ি জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। এই বিধানসভা পুরোপুরি শহরাঞ্চলভিত্তিক।

পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশে মহানন্দা নদীর তীরে গড়ে ওঠা সিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারতের 'গেটওয়ে' বলা হয়। নেপাল, বাংলাদেশ ও ভুটানের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে শহরটির অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে বহুমাত্রিক প্রভাব রয়েছে। একসময় সিকিম রাজ্যের অন্তর্গত ছোট্ট গ্রাম হলেও, ব্রিটিশ আমলে শিলিগুড়ি হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র। ১৮৮১ সালে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের সূচনা শহরের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে ভৌগোলিকভাবে শিলিগুড়ি ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। সিসমিক জোন,৪-এর অন্তর্গত এই শহর অতীতে একাধিক শক্তিশালী ভূমিকম্পের সাক্ষী। ২০১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্প, যার কেন্দ্রস্থল ছিল সিকিমের কাছে কিন্তু এটি শিলিগুড়িতেও তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল এবং ভবন ও পরিকাঠামোর বিপুল ক্ষতিসাধন করে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ৫.৭ বা তার বেশি মাত্রার কম্পন রেকর্ড করা হয়।

শিলিগুড়ি শহরটি মহানন্দা ও তিস্তা নদী দ্বারা বেষ্টিত, যা এর অর্থনীতি ও পরিবেশকে টিকিয়ে রাখলেও বর্ষাকালে বন্যার সম্ভাবনা তৈরি করে। শিলিগুড়ি হিমালয়ের পাদদেশের উর্বর সমভূমিতে অবস্থিত, যা চা বাগান ও উঁচু শাল বনে ঘেরা এবং এর উত্তরে রয়েছে ডুয়ার্স, যা তার বন্যপ্রাণী এবং মহানন্দা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ও বেঙ্গল সাফারি পার্কের মতো জাতীয় উদ্যানের জন্য পরিচিত। আর চা, কাঠ, পর্যটন ও পরিবহণ, এই চার স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে শিলিগুড়ির অর্থনীতি। চা-বাণিজ্য, রেল ও সড়ক যোগাযোগ এবং পর্যটন শিল্প শহরের কর্মসংস্থানের বড় ভরসা। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি এই অঞ্চলের প্রধান শহর ও নগরগুলির সাথে সংযুক্তও। জলপাইগুড়ি প্রায় ৪৭ কিমি পূর্বে এবং জেলা সদর দার্জিলিং ৬৩ কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। জলপাইগুড়ি জেলার মালবাজার ৫২ কিমি দূরে এবং কোচবিহার প্রায় ১৫৪ কিমি পূর্বে অবস্থিত। রাজ্যের রাজধানী কলকাতা প্রায় ৫৬২ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত। উত্তরে সিকিমের গ্যাংটক প্রায় ১১৪ কিমি দূরে, আর পশ্চিমে বিহারের পূর্ণিয়া ২৭৮ কিমি দূরে অবস্থিত। এই শিলিগুড়িতে রয়েছে আন্তর্জাতিক সীমান্তও। কাকরভিট্টায় নেপাল সীমান্ত রয়েছে ৩০ কিমি উত্তর-পশ্চিমে, ভুটানের ফুয়েনশোলিংয়ের অবস্থান প্রায় ১৫৫ কিমি উত্তর-পূর্বে আর বাংলাবান্ধার কাছে প্রায় ৬৫ কিমি পূর্বে আছে বাংলাদেশ সীমান্ত।

এদিকে এই শিলিগুড়ি বিধানসভায় ভোটার সংখ্যার দিক থেকেও ধারাবাহিক বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ২০২৪ সালে শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ২৩৯,০২৬ জন, ২০২১ সালে ২২৮,৪০৬ জন এবং ২০১৯ সালে ২১৫,২৬১ জন নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন। এর মধ্যে তফসিলি জাতির ভোটার ৮.৮৪ শতাংশ, তফসিলি উপজাতি ১.২৬ শতাংশ এবং মুসলিম ভোটার প্রায় ৬.২০ শতাংশ। শিলিগুড়ি সম্পূর্ণ শহরাঞ্চল হওয়ায় ভোটের লড়াইয়ে নাগরিক ইস্যুগুলির গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি। এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলতেই হয়, ভোটার উপস্থিতির হার বরাবরই চোখে পড়ার মতো। ২০১৬ সালে ভোট পড়েছিল ৮০ শতাংশের বেশি। ২০২১ ও ২০২৪ সালেও ৭৫ শতাংশের আশেপাশে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এই প্রবণতা স্পষ্ট করে যে শিলিগুড়ির ভোটাররা রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন।

শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ইতিহাস দেখলে নজরে আসবে শুরুর দিকে শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি-কার্সিয়ং নামে পরিচিত ছিল এবং ১৯৫১ ও ১৯৫৭ সালের উভয় নির্বাচনেই এটি একটি দ্বৈত-সদস্য নির্বাচনী এলাকা ছিল; ১৯৫৭ সালের নির্বাচনটি হয়েছিল এর নাম শিলিগুড়ি রাখার পর। ১৯৫১ সালে কংগ্রেস দল এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী সফল হয়েছিলেন, আর ১৯৫৭ সালে আসনটি কংগ্রেস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দখলে যায়। ১৯৬২ সাল থেকে একক-সদস্য নির্বাচনী এলাকা হওয়ার পর থেকে শিলিগুড়ি সব রাজনৈতিক দলের বিধায়কদের নির্বাচিত করে আসছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী) আটটি জয় নিয়ে আধিপত্য বিস্তার করেছে, যার মধ্যে ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে টানা সাতটি বিজয় অন্তর্ভুক্ত। কংগ্রেস দল চারবার এই আসনটি জিতেছে। অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপিও একবার করে এই আসনে জয়লাভ করেছে, যার মধ্যে ২০১১ সাল থেকে তিনটি ভিন্ন দল বিজয়ী হয়েছে।

তবে রাজনৈতিক ইতিহাসে শিলিগুড়ি একসময় ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। ১৯৭৭ থেকে ২০০৬ টানা সাতবার জয় পেয়ে সিপিআইএম শহরের রাজনীতিতে আধিপত্য বজায় রেখেছিল। এরপর ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের রুদ্রনাথ ভট্টাচার্য ৫,০০৬ ভোটের ব্যবধানে সিপিআই(এম)-এর অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে জয়ী হন। অশোক ভট্টাচার্য এর আগে ১৯৯১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত টানা চারবার শিলিগুড়ির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ২০১৬ সালে অশোক ভট্টাচার্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ও প্রাক্তন ভারতীয় ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়াকে ১৪,০৭২ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে বিধায়ক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হন। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্টায় শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ছবি।২০২১ সালে শিলিগুড়িতে বিজেপি তাদের প্রথম জয় পায়, যখন শঙ্কর ঘোষ ৩৫,৫৮৬ ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলের ওমপ্রকাশ মিশ্রকে পরাজিত করেন এবং অশোক ভট্টাচার্য বিরাট ব্যবধানে তৃতীয় স্থান পান।

বিজেপি আর তৃণমূলের পাশাপাশি শিলিগুড়িতে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের প্রচারও চলেছে জোরকদমে। মিলছে ব্যাপক সাড়াও। ভুল গেলে চলবে না এই শিলিগুড়ি ছিল বামেদের দুর্গ। আর ২০২১-এ বামেরা বঙ্গ রাজনীতিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও ২০২৬-এ তারা ফিরছে নতুন উদ্যমে, বর্ষীয়ান ও নতুন মুখদের এক মিশেলে। আর শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তাও বিপুল। তাঁকে দেখতে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসছেন মানুষ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রবল দুর্নীতি ও বিভাজনের রাজনিতি ভাবাচ্ছে সাধারন মানুষকে। বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থীদের প্রচারে উঠে আসছে নানা প্রসঙ্গ। প্রচারে বেরিয়ে ২৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা তৃণমূলে ও বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নিতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের দুই সরকারই সাধারন মানুষের স্বার্থ বিরোধী। শহর মৃতপ্রায়। কি হবে জানি না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে শিলিগুড়ির মানুষ পেতে চলেছেন শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীকে। একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে প্রতিদিনই তাঁকে সহজভাবে পাবেন মানুষ। সকলের বিপদে আপদে শ্রমিক বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনের সারিতেও সবসময় আছেন তিনি। বাম মনোনীত প্রার্থী রাজনীতির উর্ধে উঠে কাজ করবে সে ভরসা আমাদের আছে।

তবে এখানে একটা কথা বোধহয় না বললেই নয়, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যখন শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ময়দান তপ্ত, ঠিক সেই সময়ই সামনে এসেছে এক বিরল দৃশ্য। শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে দেখা যায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী; তৃণমূল কংগ্রেসের গৌতম দেব এবং বিজেপির শংকর ঘোষকে। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও সৌজন্যের এই মুহূর্ত নজর কাড়ে উপস্থিতদের। অনুষ্ঠানের সেই ছবি মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এমন এক ছবি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় নানা আলোচনা। কেউ বলছেন, এটাই বাংলার রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আবার কারও মতে, ভোটের আগে এটি শুধুই সৌজন্য বিনিময়ের ছবি। আর নির্বাচনী লড়াই যতই তীব্র হোক, এই ধরনের মুহূর্ত রাজনীতির অন্য এক দিক তুলে ধরে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে বিজেপির শক্তিশালী পারফরম্যান্সের প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি আসনটি দখল করা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য এক হিমালয়সম কঠিন কাজ। শুধু তাই নয়, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ছোট আঞ্চলিক দলগুলি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বহুমুখি করে তুলতে পারে। সঙ্গে এটাও ঠিক যে, বামফ্রন্ট-কংগ্রেস জোট, যা ২০২৪ সালে মাত্র ৫.৯৯ শতাংশ ভোটে নেমে এসেছিল, ফলে তাদের পক্ষে মূল নির্বাচনী হিসাব-নিকাশ পাল্টে দেওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে ফল প্রকাশের আগে রাজনীতিতে শেষ কথা বলা বড়ই কঠিন।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
শংকর ঘোষ	বিজেপ	৮৯,৩৭০	৫০.০৩ %
ওমপ্রকাশ মিশ্র	তৃণমূল কংগ্রেস	৫৩,৭৪৮	৩০.১১ %
অশোক ভট্টাচার্য	সিপিএম	২৮,৮৩৫	১৬.১৪ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,০৭৪	১.১৬ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
শিলিগুড়ি	২,৩৯,০২৬	২,০৮,৬৪৩	২,০৩,৪০৫

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে বিধাননগর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী সৌম্যজিৎ রাহা।

প্রচারে আসানসোল উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক।

প্রচারে জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হরেরাম সিং।

প্রচারে বাঘমুন্ডি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রবিদাস।

প্রচারে পুরুলিয়ার জয়পুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অর্জুন মাহাতো।

প্রচারে পুরুলিয়া জেলার জয়পুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ মাহাতো।